চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৯ পৌষ – ২৫ পৌষ, ১৪৩১ ঃ ৪ জানুয়ারি – ১০ জানুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 11, 4 January - 10 January, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আরজিকর হাসপাতালে ধর্ষিতা ও খুন হওয়া

তরুণী ডাক্তারের দেহের ময়না তদন্তে নিয়ম বিধি মানা হয়নি বলে ওঠা অভিযোগকে মান্যতা দিল দিল্লি এইমসের রিপোর্ট। রিপোর্টে অত্যাচার ও ময়না তদন্তের সময় অনেকের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে।

রবিবার : পুলিশ ভেরিফিকেশনে গাফিলতির ফলে

অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে বানিয়ে নিচ্ছে জাল পাসপোর্ট। আদালতের ধমক খেয়ে ভেরিফিকেশনে আরও কড়া হতে নির্দেশ দিল কলকাতা পুলিশ।

সোমবার : বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় আতঙ্ক ছড়ানোর পর

বাঁকুড়ার রানিবাঁধ জঙ্গলের ঝোপে লুকিয়ে থাকা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জিনাতকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে জালবন্দী করল বন দপ্তরের কর্মীরা। আনা হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার পশু হাসপাতালে।

মঙ্গলবার : ২০১৭ ও ২০২২ সালের আইনি জটিলতা

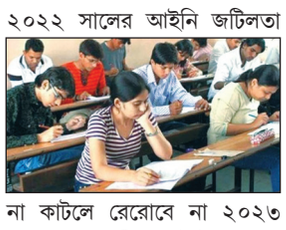

না কাটলে রেরোবে না ২০২৩ সালের প্রাথমিক টেটের ফল। জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। ৫ বছর পর ২০২২-এ টেট হলেও ভুল প্রশ্ন পত্র দেওয়ার অভিযোগে মামলা হয় কোর্টে।

বুধবার : ঘরে বাইরে জঙ্গিদের দাপাদাপি। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে

প্রয়াগরাজে এবারের স্পেশাল পূর্ণ মহাকুম্ভ মেলায় এনএসজি কমান্ডো ও স্নাইপার বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার।

বৃহস্পতিবার : মণিপুরের জাতিদাঙ্গা দীর্ঘ ক্ষত তৈরি করছে

মোদী সরকারের দেহে। নতুন বছরে সব অতীত ভুলে নতুন করে শুরু করার মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন সত্ত্বেও জঙ্গী হামলা হল বুধবার ইম্ফলের কদংবন্দ এলাকায়।

শুক্রবার : জেল বন্দীদশার সময় পার হলেও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম

দায়রা আদালতে হাজির হলেও জামিন হল না চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর। বিচারের প্রহসন হচ্ছে বলে অভিযোগ করে উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানালেন চিন্ময়কৃষ্ণর আইনজীবী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অনুপ্রবেশ রোধে সিএএর দাবি

কল্যাণ রায়চৌধুরি

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসে ২০১১ সালে। আর এই সরকারের প্রথমটার্মের প্রায় মাঝামাঝি অর্থাৎ, আজ থেকে প্রায় বছর এগারো আগে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ড ঘটে। আর এই বিস্ফোরণ কাণ্ডের মাধ্যমে রাজ্যে জঙ্গি যোগ বা জঙ্গি কার্যকলাপের ঘটনা প্রথম প্রকাশ্যে আসে। তবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের আমলে প্রায় ৭০০ জঙ্গিকে বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের অত্যাচারে অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে কাঁটা তার পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ছেন। এই সুযোগে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরাও ভারতীয় সীমানায় ঢুকে পড়ার আশঙ্কা করছে দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আববাস আলি, মিনারুল শেখ, জাভেদ মুন্সীর মত জঙ্গি নেতৃত্ব।

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সাম্প্রতিক যে জঙ্গি যোগ পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তা নিঃসন্দেহে আতঙ্কের বিষয়। একটা সময় কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের ভুবনজোড়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে কাশ্মীর পুলিশ, অসম পুলিশ এসে এখান থেকে জঙ্গি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের রাজ্য পুলিশের কাছে জঙ্গিদের উপস্থিতির কোনও তথ্য নেই। এটা লজ্জার ব্যাপার। তবে অনুপ্রবেশ জনিত বিষয়টা মূলত: কেন্দ্রিয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। তাই কেন্দ্রকে এব্যাপারে আয়ও কঠোর হওয়া জরুরী। আর এর পাশাপাশি রাজ্যগুলোকেও কেন্দ্রিয় সরকারকে এব্যাপারে সহযোগিতা করা দরকার। ফলে দেশীয় নিরাপত্তার লক্ষ্যে সবাইকে সচেতন হওয়া একান্ত দরকার। কারণ আমার বাড়িতে আগুন লাগলে পাশের বাড়িও অগ্নিগ্রাসে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। অতবড় একটা দেশ শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হল। এরপরও বহু প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হল। স্বাধীন করার পরেও আশানুরুপ ফল হয়নি। এটাও ভাবার বিষয়। আরও বড় ব্যাপার হল, মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বুকে যেভাবে বিনা দ্বিধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা বড় আতঙ্কের। ফলে আমার মনে হয় সিএএ কার্যকর করার পরে এনআরসি করা আশু প্রয়োজন। কারণ এনআরসি হলে এই ধরণের উগ্রপন্থীরা আর এভাবে ঘুরে বেড়াতে বা লুকিয়ে থাকতে পারবে না। তাহলে আমরা অনেক নিশ্চিত হতে পারব।' বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার বলেন,'শুধু যে বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে এমন নয়। এরাজ্যেও যেখানে মুসলিমের সংখ্যাধিক্য রয়েছে সেখানেও হিন্দুরা নির্যাতিত বা অত্যাচারিত হচ্ছেন। যেমন পুজোয় শঙ্খধ্বনি দেওয়া উলুধ্বনি দেওয়া এসব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এসব তো চলেই আসছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুষ্টু লোকের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অভাগী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশ সমস্যা অনেকটা এই অভাগীর স্বর্গের অভাগীর মতো। যে ক্ষমতায় থাকে সেই স্বীকার করে না যে অনুপ্রবেশ ঘটছে। অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ করে চেঁচিয়ে মরে বিরোধীরা। বাম আমলে অনুপ্রবেশ নিয়ে যিনি পথ, ঘাট, সংসদ উত্তাল করেছিলেন তিনি আজ ক্ষমতায়। আজকের বিরোধীরা যতই চেঁচাক তিনি মানতে চান না অনুপ্রবেশ ঘটছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে জঙ্গিদের পাকড়াও করার পর ক্ষমতাসীন সুপ্রিমো বলতে শুরু করেছেন এরাজ্যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে যদিও সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র। তারাই নাকি ইচ্ছা করে বিএসএফকে দিয়ে রাজ্যে 'দুষ্টু লোক' ঢোকাচ্ছে।

তবে এই দুষ্টু লোকেরা কীভাবে রাজ্যে জাল পাসপোর্ট থেকে আধার কার্ড তৈরি করছে, বিবাহ সূত্রে নাগরিক বনে যাচ্ছে, পেয়ে যাচ্ছে ভোটার কার্ড, নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্য তার উত্তর অবশ্য তিনি দেননি। অথচ প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে ধরা পড়ছে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা। তাদের জেরা করে যে ভয়ানক তথ্য উঠে আসছে তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, এই রাজ্য জঙ্গিদের করিডরে পরিণত হয়েছে। শুধু জঙ্গিরাই নয়, রাজ্যে প্রায় প্রতিদিন শাসক দলের নেতারা মুখোমুখি হচ্ছেন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের। প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি খেতে হচ্ছে নেতাসহ ব্যবসায়ীদের। মনে হচ্ছে আমরা আর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান কলকাতায় নয়, বাস করছি আমেরিকার টেকসাসে। তিলোত্তমার বন্দুকবাজরা এখন দিনের আলোয় গুলি চালাতে কোনও কসুর করছে না। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ আধিকারিক, নেতানেত্রীদের ওপর রোজই আস্থা হারাচ্ছেন। অন্তত তাঁর কথাবার্তায় তা প্রমাণ করছেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে আতঙ্ক। তাদের দাবি কেন্দ্র-রাজ্য ঠেলাঠেলি না করে ২ সরকারকেই জঙ্গির হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করার প্রয়াস নিতে হবে।

বন্ধ ৫০টিরও বেশি, ৩টি অস্তিত্বহীন

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভেঙে পড়েছে গ্রন্থাগার পরিষেবা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সরকার অনুমোদিত ১৫৯টি গ্রন্থাকার ছিল। জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর সূত্রে একটি বিস্ফোরক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে লাইব্রেরিয়ান ও কর্মীর অভাবে সরকার অনুমোদিত ৫৩টি গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকী তিনটি গ্রন্থাগার অস্তিত্বহীন। এই তিনটি গ্রন্থাগার হলো কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত জালাবেড়িয়া রুরাল লাইব্রেরী। পাথরপ্রতিমা ব্লকের পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর ইয়ং পাবলিক লাইব্রেরী এবং কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মুকুন্দ মণ্ডল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। কর্মী ও লাইব্রেরিয়ানের অভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এই গ্রন্থাগারগুলি ক্রমে ক্রমে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। কোথাও কোথাও মাটিতে মিশে গেছে। হাজার হাজার টাকার বই ফার্নিচার সহ সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। এই সমস্ত সরকারি জায়গা দখল হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু কেন এবং কার জন্য এই সমস্ত সরকারি গ্রন্থাগার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ল তার তদন্ত কে করবে? অনেক গ্রন্থাগার চালু অবস্থায় থাকলেও অনেকেরই পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। এর আগেও এরকম পরিকাঠামো ভেঙে পড়া গ্রন্থাগারের খবর আমরা করেছি। সেই সূত্রেই বিভিন্ন এলাকা থেকে বেহাল পরিকাঠামোর গ্রন্থাগারের খবর আসছে আমাদের দপ্তরে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রন্থাগারিক জানালেন, আলিপুরে যারা জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক হিসেবে আসেন তারা অধিকাংশই কলকাতা লাগোয়া আলিপুর সাব ডিভিশন এবং ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের পরিদর্শণ করেন বিভিন্ন গ্রন্থাগার। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির কি অবস্থা তা ভালো করে খোঁজ খবর করেন না। যার ফলে জেলায় গ্রন্থাগার দপ্তরের এই হাল। সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় নতুন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক হিসেবে

অতিরিক্ত দায়িত্বে আসছেন নতুন এক আধিকারিক তার কাছে আমাদের অনুরোধ গোটা জেলা ভালো করে পরিদর্শণ করে এবং গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া গ্রন্থাগারগুলিকে কিভাবে আবার খোলা যায় এবং অস্তিত্বহীন ৩টি গ্রন্থাগার সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর।

সুত্র মারফত জানা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক হিসেবে সুদূর পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শাহিদুল্লাহ শেখকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মত বড় জেলার জন্য কেন ফুল টাইমের ডিএলও দেওয়া হবে না? উঠছে প্রশ্ন। জেলার বেহাল গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার দপ্তরের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলাশাষক ভাস্কর পাল(উন্নয়ন) জানালেন, '৫৩টি বন্ধ গ্রন্থাগারের জন্য ৫৩জন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই বন্ধ গ্রন্থাগারগুলি খুলে দেওয়া হবে। জেলার ৩টি অস্তিত্বহীন গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি বলেন, এব্যাপারে আমারা কাছে তেমন কোনও তথ্য নেই। যদি আপনাদের কাছে থাকে জানালে আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব।'

মেলা অফিস চত্বরে কর্মীদের অস্থায়ী ছাউনিতে আগুন

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এর কাজ চলছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫-এর কথা মাথায় রেখে গঙ্গাসাগর কপিলমুনির মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকত সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলা পরিদর্শন করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে যাওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করতে চাইছে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। দিনরাত এক করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এর কাজ। এই কাজের মধ্যেই ঘটল অঘটন বৃহস্পতিবার সকালে গঙ্গাসাগর মেলা অফিস চত্বরের ভিতরে কর্মীদের অস্থায়ী ছাউনিতে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। স্থানীয়রা সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে সেই চেষ্টা বিফলে যায়। এরপর তড়িঘড়ি ফোন করা হয় দমকলকে। ঘটনাস্থলে দমকলের ১টি ইঞ্জিন পৌঁছে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এবং বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্কুল ব্যাগ থেকে হেরোইন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: যুবকের স্কুল ব্যাগ খুলতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল ২৮৪ গ্রাম হেরোইন, নগদ ৩৯৫০ টাকা, দুটি দামী মোবাইল ফোন। ধৃতের নাম সাইফুদ্দিন লস্কর। ঘটনাটি ঘটেছে ২৮ ডিসেম্বর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘুটিয়ারী শরীফের বাঁশড়া পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাকালতলা গ্রাম। পুলিশ সুত্রের খবর, শনিবার রাতে ঘুটিয়ারী শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সুত্রে খবর খবর পেয়েই ফাঁড়ির ওসি সুকুমার রুইদাসের নেতৃত্ব বিশাল পুলিশ বাহিনী মাকালতলা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখানে ইসলাম লস্করের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় এক যুবকের স্কুল ব্যাগ নজরে পড়ে। সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশির সময় ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায় পুলিশের। ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় হেরোইন, মোবাইল ফোন সহ যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবিষয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও পাশাপাশি রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়।

এক দেশ এক ভোট
পুরনো বোতলে নতুন মদ

সুবীর পাল

সুদূরপ্রসারী সেই সালটা যে ২০২৯। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর যেন সেটাই অর্জুনের পাখির চোখ। নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকের পিএমও যেন জানতে চাইছে, স্যার কি দেখছেন? প্রধানমন্ত্রীর শান্ত অথচ সপ্রতিভ প্রত্যাশিত স্বগতোক্তি, এক দেশ এক ভোট। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। জাতির প্রতি। ২০২৯ সালটাই সম্ভবত হতে চলেছে লক্ষ্য পূরণের সেই মাইলফলক। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, আমার ভারত অগ্রগতির পথে আরও এককদম এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।

ভারতীয় আইন কমিশন ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে একটি খসড়া রিপোর্টে সারা ভারত জুড়ে এক দেশ এক ভোট করার বিষয়ে সরাসরি সওয়াল করে। আর এই খসড়া রিপোর্টকে সন্তর্পনে নিখুঁত মুন্সীয়ানায় হাইজ্যাক করে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনী প্রচারের পাদপ্রদীপে এই স্লোগানটি পরিকল্পিত ভাবে ভাসিয়ে দেয় দেশবাসীর জনমানসে। এরপর বারানসীর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। প্রাসঙ্গিক নানা ঘটনাবলীর পথ অতিক্রম করে ২০২৫ সালের একেবারে দ্বার প্রান্তে এসে এই স্লোগান আজ সংবিধানের পাতায় লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রহর গুনতে ব্যস্ত।

আক্ষরিক অর্থেই বর্তমানে সারা দেশ যখন শীতের আমেজে কিছুটা হলেও জুবুথুবু, তখন ভারতের নানা প্রান্তে উষ্ণতার ঝড় বইতে শুরু করেছে এই এক দেশ এক ভোট সম্পর্কিত আলোচনার রকে ও সমালোচনার ঠেকে। প্রচারণাটা এমনই চতুর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেন কেন্দ্রীয় শাসক দল এই নব্য ধারাটির নয়া প্রবর্তক। আপাতত কিছু কিছু মহলে এমন ধারণাটা প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে বেশ সফল ভাবে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? সত্যিই কি ভারতে এক দেশ এক ভোট নীতির প্রথম উদ্ভাবক মোদী সরকার? ঠারেঠোরে ঘুরপথে বিজেপি এখনও তো এমনই ছায়া প্রচারে ব্যস্ত নানা প্রান্তিক এলাকার অলিতে গলিতে।

কিন্তু ইতিহাস তো অন্য কথা বলে। তাছাড়া এই ছায়া প্রচারের হাটে হাঁড়িটা ভেঙে দিয়েছেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার একান্ত উদ্যোগে
বাংলার বাড়ি
প্রকল্পটি কার্যকর হচ্ছে
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

বাংলার বাড়ি
গ্রামীণ

যাঁরা অনুমোদন পেয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই মোবাইলে sms পেয়েছেন। তাঁরা যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, বা তাঁদের যদি প্রথম কিস্তির টাকা পেতে কোনো সমস্যা হয়, অথবা ইতিমধ্যেই যাঁরা এই আর্থিক সহায়তার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে গেছেন, তাঁরা যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন বা তাঁদের যদি দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে কোনো সমস্যা হয়, তাহলে যোগাযোগ করুন নিম্নলিখিত যে-কোনো নম্বরে:

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ৯১৩৭০ ৯১৩৭০
পঞ্চায়েত হেল্পলাইন ১৮০০ ৮৮৯ ৯৪৫১
ইমারজেন্সি হেল্পলাইন ১১২

সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে এই অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ
১৪,৭৭৩ কোটি টাকা

- প্রাথমিকভাবে ১২ লক্ষ পরিবারের সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রথম দফার ৬০,০০০ টাকা পৌঁছে গেছে। প্রথম দফার কাজের শেষে দ্বিতীয় দফার ৬০,০০০ টাকা পাবেন তাঁরা।
- পরিবারপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার এই অর্থসাহায্য পাবেন আরও ১৬ লক্ষ পরিবার।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগমে ২৫০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশাখাপত্তনম: রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড-বিশাখাপত্তনম স্টিল প্ল্যান্ট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ২৫০ জন লোক নিচেছ। গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স /আই.টি., মেটালার্জি, ইন্সট্রুমেন্টেশন, সিভিল, কেমিক্যাল। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ২০০টি। টেকনিশিয়ান (ডিপ্লোমা) অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এই সব ট্রেডে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, সিভিল, মাই নিং, মেটালার্জি, কেমিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫০টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা বা, ডিগ্রি কোর্স পাশ হতে হবে ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের মধ্যে। ১ বছরের ট্রেনিং। প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর হবে ইন্টারভিউ। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, এই ওয়েবসাইটে: https:/ / nats.education.gov.in এরপর এই লিঙ্কে ক্লিক। করে দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করে পাঠাবেন: https:// forms.gle/Hi4mdhXCv-vSv7K8PA দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৯ জানুয়ারি। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

WBCS এ ও বি গ্রুপের ইন্টারভিউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ২০২২ সালের ডব্লু.বি.সি.এস. মেনস"এর গ্রুপ–এ ও গ্রুপ–বি পদে চূড়ান্ত সফলদের প্রথম ফেজের ইন্টারভিউ হবে ৮ জানুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত। কল লেটার ও চয়েজ সীট ডাউনলোড করতে পারবেন, ৩ জানুয়ারি থেকে এই ওয়েবসাইটে : https://psc.wb.gov.in দ্বিতীয় ফেজের ইন্টারভিউ কবে হবে তা পরে ওয়েবসাইটে জানানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রুপ–এ পদে সফল হয়েছেন ৫১৯ জন প্রার্থী ও গ্রুপ–বি পদে সফল হয়েছে ২৫ জন প্রার্থী। গ্রুপ–এ পদে শূন্যপদ আছে ১৫৩টি (জেনাঃ ৮৪, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১৩, ও.বি.সি.– বি ক্যাটেগরি ১০, তঃজাঃ ৩৩, তঃউঃজাঃ ৮, প্রতিবন্ধী ৫)। গ্রুপ– এ"তে কাট অফ নম্বর হয়েছে জেনারেলদের বেলায় ৮৮৫.২৫, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ৮৮৫.২৫, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ৮৮৫.২৫, তপশিলী জাতি ৮১৫.২৫, তপশিলী উপজাতি ৭৫১.৭৫, প্রতিবন্ধী–এ ৭০৫.৭৫, প্রতিবন্ধী –বি–৬৭০.২৫, প্রতিবন্ধী –সি ৬৫৮.৫, প্রতিবন্ধী –ডি ৪৮১। গ্রুপ–বি পদে শূন্যপদ আছে ৮টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। গ্রুপ–বি"তে কাট অফ নম্বর হয়েছে জেনারেলদের বেলায় ১,০০৩, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ১,০০৩, তপশিলী জাতি ৯৫৭.২৫, তপশিলী উপজাতি ৮৬৪.৫।

রাজ্য সরকারে মোটর ভেহিকল ইন্সপেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তরে কাজের জন্য মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর (নন–টেকনিক্যাল) পদে কিছু ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ২৭ ডিসেম্বর এক সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর (নন–টেকনিক্যাল) পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে (বিজ্ঞপ্তি নং ১৭/২০২৪)। শূন্যপদ আছে প্রায় ৬০টি।

যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত১৭০ (তপশিলী উপজাতি ও পাহাড়ি এলাকার প্রার্থীদের বেলায় ১৬০) সেমি, বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮১ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৬ সেমি। মোটর মেকানিজম ও ড্রাইভিংয়ের কাজে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৪"র হিসাবে ৩৯ বছরের মধ্যে। তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা (৪০% ও তার বেশি হলে) ১৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা ও গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন"। প্রথমে স্ক্রিনিং টেস্ট / লিখিত পরীক্ষা হবে। সফল হলে ইন্টারভিউ।

পরীক্ষার তারিখ ঠিক হলে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে। ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ–সহ জেনারেল স্টাডিজ ৭৫টি প্রশ্ন, (২) অ্যারিথমেটিক ২৫টি প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের। সময় থাকবে দেড় ঘন্টা। এরপর হবে ৫০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন শুধুমাত্র অনলাইনে, এই ওয়েবসাইটে: https:/ /wbpsc.gov.in কবে থেকে অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এছাড়াও পি.এস.সি. কর্তৃপক্ষ আবার নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দরখাস্ত নেওয়ার তারিখ জানাবে।

মাদ্রাসার ইন্টারভিউ শুরু ৬ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের 7th SLST–এর নবম ও দশম আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদের প্রার্থীদের মেনস পরীক্ষায় সফলদের সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ হবে ৬ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। এই ঠিকানায়: Baitul Hujjaj (Haj House), 26B, Dilkhusa Street, Park Circus, Kolkata–17. ইন্টারভিউয়ের কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: www.wbmsc.com মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের 7th SLST (AT) – টেট (আরবি) (প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি) ও 7th SLST (AT) – টেট (আরবি ও অ্যাডভান্সড আরবি) (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) পরীক্ষার যে ফল বেরিয়েছে, তাতে এন.সি.টি.ই. নিয়মানুযায়ী নেগেটিভ মার্কিং ধরা হয়নি। টেট"এ সফল প্রার্থীরা ভেরিফিকেশন লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন ওই ওয়েবসাইট থেকে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

স্টেট ব্যাঙ্কে ৬০০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রবেশনারি অফিসার পদে ৬০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এবছর যাঁরা ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় ৩০ এপ্রিলের আগে ডিগ্রি কোর্স পাশের মার্কশীট দেখাতে হবে। বয়স হতে হবে ১– ৪–২০২৪"র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২৪–১৯৯৪ থেকে ১–৪– ২০০৩"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছর প্রবেশন। তখন মাইনে মাসে ৪৮,৪৮০ টাকা। সফল হলে এরপর অফিসার জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–।"এ চাকরি। মূল মাইনে। ৪৮,৪৮০–৮৫,৯২০ টাকা। শূন্যপদ: ৬০০টি (জেনাঃ ২৪০, ও.বি.সি. ১৫৮, তাজাঃ ৮৭, তঃউঃজাঃ ৪৩, ই.ডব্লু. এস. ৫৮)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৬, বধির প্রতিবন্ধী ৬. এল.ডি. ৬. অন্যান্য ৬. ব্যাকলগ ১৪টি।

সাধারণ বা, ই.ডব্লু এস. প্রার্থীরা ৪ বার, ও.বি.সি., সাধারণ প্রতিবন্ধী, ও.বি.সি. প্রতিবন্ধীরা ৭ বার এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। তপশিলী ও তপশিলী প্রতিবন্ধীরা যতবার খুশি দিতে পারবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CRPD/PO/2024–25/22. প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। সফল হলে মেন পরীক্ষা। তারপর গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ।

অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৮ মার্চ ও ১৫ মার্চ। পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে (ব্রাকেটে রাজ্যের কোড নং দেওয়া হল) পশ্চিমবঙ্গ (কোড ৪৫): কলকাতা, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী, শিলিগুড়ি, আসানসোল। অসম (কোড ১৪): ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, জোড়হাট, শিলচর, তেজপুর। বিহার (কোড ১৫): অড়হ, ঔরঙ্গাবাদ, বিহারশরিফ, ভাগলপুর, দ্বারভাঙা, গয়া, মজঃফরপুর, পটনা, পূর্ণিয়া, সমস্তিপুর, সিওয়ান। ঝাড়খন্ড (কোড ২৩): বোকারো, ধানবাদ, হাজারিবাগ, জামশেদপুর, রাঁচি। ওড়িশা (কোড ৩৫): আঙ্গুল, বালাসোর, বড়গড়, বারিপদা, বেরহামপুর (গঞ্জাম), ভুবনেশ্বর, কটক, ঢেঙ্কানল, ঝাড়সুগুড়া, রৌরকেলা, সম্বলপুর। সিকিম (কোড ৩৯): গ্যাংটক। ত্রিপুরা (কোড ৪২): আগরতলা।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের ১ ঘন্টার ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় ২০ মিনিট। (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড– ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় ২০ মিনিট। (৩) রিজনিং এবিলিটি ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় ২০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রতিটি পার্টে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। প্রিলি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ফেব্রুয়ারির তৃতীয় বা, চতুর্থ সপ্তাহ থেকে। ফল বেরোবে এপ্রিলে।

"মেন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ও ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ৩ ঘন্টার ২০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ (গ্র্যামার, ভোকাবুলারি, কম্প্রিহেনশন)–২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, সময় ৪০ মিনিট। (২) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইকনমি, ব্যাঙ্কিং নলেজ – ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন, সময় ৪৫ মিনিট। (৩) টেস্ট অফ ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন–৬০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, সময় ৪৫ মিনিট। (৪) টেস্ট অফ রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড–৬০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় ৫০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পেপারে ৫০ নম্বরের ৩০ মিনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ (লেটার রাইটিং ও প্রবন্ধ লেখা)। অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে নির্দিষ্ট কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে সফল হবেন। ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টে কোয়ালিফাইং নম্বর পেতে হবে। মেন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ও ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টের পরীক্ষা হবে অনলাইনে। অনলাইন মেন পরীক্ষা হবে এপ্রিল বা, মে মাস নাগাদ, হুগলি, কল্যাণী, কলকাতা, আগরতলা, জামশেদপুর, রাঁচি, পটনা, গুয়াহাটি, পোর্ট ব্লেয়ার, শিলং, আইজল। ফল বেরোবে মে–জুন মাস নাগাদ।

মোট শূন্যপদের ৩ গুণ প্রার্থীকে সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। গ্রুপ ডিসকাশনে থাকবে ২০ নম্বর ও ইন্টারভিউয়ে থাকবে ৩০ নম্বর। সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ হবে মে– জুনে। মেন লিখিত পরীক্ষা ও গ্রুপ ডিসকাশন আর ইন্টারভিউ"এ পাওয়া নম্বর যোগ করে মেধা তালিকা তৈরি হবে।

এছাড়া পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন Acquaint Yourself পুস্তিকায়, যা লিখিত পরীক্ষার কল লেটারের সঙ্গে ডাউনলোড করতে পারবেন। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীরা ইন্টারভিউ দিতে যাতায়াতের ভাড়া পাবেন। তপশিলী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং নিতে পারেন। এজন্য দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গা পূরণ করবেন। প্রি এক্সামিনেশন ট্রেনিং হবে ফেব্রুয়ারিতে, কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, পটনা, আগরতলা, শিলচর, গুয়াহাটি, গ্যাংটক, ভুবনেশ্বর, রাঁচী ও শিলংয়ে। প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিংয়ের কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারিতে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.sbi.co.in, https://bank.sbi/careers এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন জে.পি.জি. বা, জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে। ফটো রঙিন হতে হবে ও ফটো ২০০×২৩০ পিক্সেল হতে হবে। সিগনেচার ১৪০×৬০ পিক্সেল হতে হবে। ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডি.পি.আই.তে স্ক্যান করবেন। এছাড়াও নিচে দেওয়া ডিক্লারেশন নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করবেন: I...... (Name of the candidate)........ (Date of Birth) hereby declare that all the information sumitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression is of mine.

অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে প্রথমে পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা জমা দিতে হবে। টাকা অনলাইনে বা, অফলাইনে জমা দিতে পারবেন। অনলাইনে টাকা জমা দিতে পারবেন ডেবিট কার্ড (রুপে / ভিসা/মাস্টার কার্ড / ময়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই.এম.পি.এস., ক্যাশ কার্ড / মোবাইল ওয়ালেটে। অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন।

এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে ধাপে ধাপে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। নাম রেজিস্ট্রেশনের পর আবেদনপত্রের ১ কপি প্রিন্ট আউট ও ই–রিসিপ্ট (Deposit Journal No.)এর ১ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। অন্য কোনো মাধ্যমে টাকা জমা দিলে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন না। অনলাইন পরীক্ষা দেওয়ার সময় কল লেটারের সঙ্গে পেমেন্ট রিসিপ্টের মূল কপি জমা দিতে হবে। তপশিলী, ও.বি.সি. প্রভৃতি প্রার্থীদের বেলায় ইন্টারভিউয়ের সময় কাস্ট সার্টিফিকেটের মূল কপি দেখাতে হবে। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

এয়ারপোর্ট অথরিটিতে ৮৯ জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চল জোন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফায়ার সার্ভিস) পদে ৮৯ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। তা মাধ্যমিক পাশরা মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল বা, ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশরাও আবেদন করতে পারেন।

সব ক্ষেত্রেই ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স (এই লাইসেন্স অন্তত ২ বছরের পুরনো হতে হবে) থাকতে হবে। অন্তত ১ বছরের পুরনো মাঝারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স কিংবা অন্তত২ বছরের পুরনো হাল্কা মোটর ভেহিক্যাল লাইসেন্স থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–১১– ২০২৪"র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৭ সেমি, বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৬ সেমি আর ওজন অন্তত ৫৫ কেজি। মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৫ কেজি। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ৬/৬ ও কাছের বেলায় এন–৫। মূল মাইনে: ৩১,০০০–৯২,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮৯টি (জেনাঃ ৪৫, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস. ৮)। পোস্ট কোড: 01. এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : ER/01/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড / অনলাইন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। এরপর শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা, গাড়ি চালানোর পরীক্ষা ও ফিজিক্যাল এন্ডিওরেন্স টেস্ট হবে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, ভুবনেশ্বর ও রায়পুরে। কম্পিউটার বেসড টেস্টে ১০০ নম্বরের ২ ঘন্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ৫০% প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড ও ইংরিজি। আর ৫০% প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়ের ওপর। সফল হলে ফিজিক্যাল এন্ডিওরেন্স টেস্ট হবে। এই টেস্টে ১০০ মিটার দৌড়, বালির বস্তা নিয়ে ৫০ মিটার লিফটিং করা, খুঁটিতে ওঠা, দড়ি বেয়ে চড়া, মই দিয়ে ওপরে ওঠা–নামা। প্রতিটি পার্টে থাকবে ২০ নম্বর।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.aai.aero এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ টাকা (তপশিলী, মহিলা ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

অর্থনীতি

ফিরে দেখা শেয়ার বাজার ও আগামী সম্ভাবনা

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বিগত এক বছরের নিফটি প্রায় ৮.৫% এর ওপর মুভমেন্ট করেছে। এর প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে এই উত্থানে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে হেলথ কেয়ার সেক্টর এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর যাদের গ্রোথ ৩৫% থেকে বেশি। অটো সেক্টর ২০% এর বেশি গ্রোথ করেছে। আইটি সেক্টরও কাছাকাছি রিটার্ন জেনারেট করেছে। তবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক নিফটি তার সর্বোচ্চ লেভেল থেকে প্রায় ৩ হাজার পয়েন্টের উপর কারেকশন হয়েছে যেটা প্রায় ১০% কাছাকাছি। ২০২৫ সাল কেমন যাবে শেয়ার মার্কেট এর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে বিভিন্ন আভাস পাওয়া যাচ্ছে তবে ক্যালেন্ডার ইয়ারের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জানুয়ারি বাজার পজিটিভভাবে বন্ধ করেছে। অর্থাৎ শুরুটা ভালো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে নিফটি উপরের দিকে এই বছরে ৩ হাজার পয়েন্টের উপর যেতে পারে। তবে যদি কোন অঘটন ঘটে সেক্ষেত্রে বিশেষত নিফটি ইন্ডেক্স ২০ হাজারের কাছাকাছি চলে আসতে পারে। সরকারি ক্ষেত্রগুলো বড় রকমের রিটার্ন জেনারেট করলেও সর্বোচ্চ দাম থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ নিচে চলছে যেটা স্বাভাবিক নিয়মে প্রফিট বুকিংয়ের কারণেই হয়েছে। তবে ভারতীয় মুদ্রা সর্বকালীন তলানিতে চলে এসেছে যেটা একটা বড় চিন্তার কারণ বিশেষ করে ৮৫ এর যে রেজিস্ট্যান্স ছিল সেটাও ভেঙে দিয়েছে। গত বছরে সোনার দাম বেড়েছে ১২৮০০ টাকা প্রতি ১০ গ্রাম যা তার আগের বছরের থেকে ৫০ শতাংশেরও বেশি এবং সারা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি রাজনৈতিক সমস্যা সহ নানারকম উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সোনার দাম আগামী দিনে বাড়বে এটা বলাই বাহুল্য। রাজকোষে অর্থ ঘাটতি এর সাপেক্ষে বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক এবং সেটা ৫ শতাংশের নিচেই থাকবে বলে অনুমিত হয়েছে।

নতুন বছর নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। বিগত দিনের ইতিহাসে সাধারণত দেখা যায় জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি ক্যালেন্ডারের এই ২ মাস বাজার চাপে থাকে। কেন না বড় ধরনের এডজাস্টমেন্ট গুলো এই সময় হতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে আগামী ২ মাসও বাজার বাজেট সহ অন্যান্য বিষয় গুলোর উপর চোখ রাখবে। গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং রেঞ্জ বলে দিয়েছিলাম যে বাজার কোন লেভেলের মধ্যে থাকতে পারে এবং বাজার এখনো সেই লেভেলের মধ্যেই আছে। এবারের ক্ষেত্রে আমাদের বার্তা হচ্ছে বাজার ২৩২০০ থেকে ২৪৪০০ এই লেভেলের মধ্যে আগামী সপ্তাহের নিফটি এক্সপায়ার করতে পারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ জানুয়ারি – ১০ জানুয়ারি, ২০২৫

মেষ রাশি : পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্পর্কের উন্নতি। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলাচনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও কর্মে সাফল্য। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতি ও পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। প্রেম প্রণয়ে বাধা।

প্রতিকার : দুর্গা চাল্লিশা জপ করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সন্তানের নিয়ে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি। সম্পত্তি নিয়ে সুরাহা ও মামলা নিয়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ললিতা সহস্রনামের জপ করুন।

মিথুন রাশি : হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। চাহিদা অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। অর্থহানির সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ কেতবে নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। প্রতিবেশির সঙ্গে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। জমি বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সুযাগ আসতে পারে। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। দলিল বা মূল্যবান নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে প্রশংসা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : নিত্য আদিত্য হৃদয়মের জপ করুন।

কন্যা রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভুল সিদ্ধান্তের দরুণ কর্মস্থলে অপদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা সফল হতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পথে ঘাটে সাবধানে চলার প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪০ বার 'ওঁ রাহবে নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সম্পত্তি নিয়ে পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদে জনিয়ে পড়তে পারেন। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। ঋণ পরিশোধন বিলম্ব। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। অভিনব বা নৃত্য গীতাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সুফল লাভের আশা। স্বাস্থ্যের যত্নের প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। বিদেশে কোনো দ্রব্য আমাদানি বা রপ্তানিতে ক্ষতির সম্ভাবনা। আত্মীয়ের থেকে বিড়ম্বনা ও অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। যে কোনো কর্মে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কার্যোদ্ধার। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৩ বার 'ওঁ কেতবে নম'র জপ করুন।

ধনু রাশি : সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে গোলমালের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। সুযোগ আসতে পারে ব্যবসায়িক দিক থেকে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবায় নমঃ'র জপ করুন।

মকর রাশি : বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। পাড়া প্রতবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে সাফল্যে বাধা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ। সাংসারিক শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ শিব ও শিব' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ীও হতে পারেন। সৃষ্টিশীল কর্মে সাফল্য। আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সম্পর্কে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য, আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভ্রমণে বাধা। আয় বৃদ্ধি হলেও অতিরিক্ত খরচ বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : শনিবার দিন বিকলাঙ্গদের চাল দান করুন।

মীন রাশি : কর্মক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের অপচয় ও অপব্যয়ের সম্ভাবনা কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। ব্যবসায় ফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যসিদ্ধির দরুন প্রশংসা লাভ। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। ভ্রমণে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকর্ম জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩২৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সিংহাসন ৩। হাস্যরসের অবতারণা ৫। আমগাছ ৭। প্রচুর পরিমাণ ৯। সমুদ্র ১০। বড় মন্দির।

উপর–নীচ

১। রান্নাঘর ২। প্রয়োজন, ঠেকা ৪। একরকমের বাদ্যযন্ত্র ৬। প্রত্যহ ৭। একের বেশি ৮। পদ্ম।

সমাধান : ৩২৫

পাশাপাশি : ১। অনুচ্ছেদ ৪। পরিমগটর ৫। কমসম ৭। তবলচি ৯। জয়পতাকা ১০। রিটায়ার।
উপরনীচ : ১। অপলক ২। দহরম ৩। ছিটমহল ৬। মনোনয়ন ৭। তরকারি ৮। চিৎকার।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

সেতু নেই, ঝুঁকি নিয়ে নৌকাতেই যাতায়াত মায়াপুরে

মলয় সুর, হুগলি : স্থায়ী কোনও সেতু নেই। তাই নদীর দুই পাড়ের মানুষজনকে প্রতিদিন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভিড়ে ঠাসা নৌকায়। পারাপার হতে হচ্ছে। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। বারবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেও লাভ হয়নি। এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের। নদিয়ার নবদ্বীপ দিয়েই বয়ে গেছে গঙ্গানদী। এর পাশাপাশি জলঙ্গী নদীও বয়ে যাচ্ছে। যদিও জলঙ্গী নদীর জলের রং নীল। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে ওপাড়ে হুলোর ঘাটে বৈষ্ণবদের সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান মায়াপুর ইসকন মন্দির। এই পর্যটন কেন্দ্রে সারাবছরই ভীড় থাকে। তীর্থ যাত্রীগণ প্রতিদিন নদীপার হয়ে যাতায়াত করে থাকে। এটিই সোজা পথ তাই নবদ্বীপেও গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর উপর একটি পাকা সেতু হলে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে। কোনও স্থায়ী ব্রিজ না থাকায় বেশিরভাগ সময় মাত্রাধিক নিত্য থেকে তীর্থযাত্রী নিয়েই পারাপার হচ্ছে নৌকায়। তাদের দাবি, বাম আমল থেকেই তাঁরা ওই নদীর ওপর একটা সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন। বর্তমান সরকারেও প্রায় চোদ্দ বছর গতে চলল। কিন্তু সবাই প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও কাজ হয়নি।

বাওয়ালি মোড় থেকে বাওয়ালি হাই স্কুল পর্যন্ত বেহাল রাস্তার সংস্কার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত বাওয়ালি মোড় থেকে বাওয়ালি হাই স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। একটু বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু জল জমে যেত। সেই সংবাদও আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিছুদিন আগে। তখন জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেছিলেন, 'তিনি সমগ্র বিষয়টি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে জানিয়েছেন। খুব শীঘ্রই রাস্তার সংস্কার শুরু হবে।' ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কথা রাখলেন। তার ঐকান্তিক উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার প্রশস্তকরণের জন্য প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। গত ২৩ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তা সংস্কারের সূচনা হয়। শুক্রবার সকালে চোখে পড়ল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তার সংস্কার শুরু হয়েছে। সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ মইদুল জানালেন, 'এলাকার মানুষজন অত্যন্ত খুশি এই রাস্তা সংস্কার হওয়ার জন্য।' জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, 'আমাদের সাংসদ মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জি অত্যন্ত মানবিক। যখনই মানুষের কোন সমস্যা হয় তিনি তখনই তৎপর হয়ে ওঠেন সেই সমস্যার সমাধানের জন্য।' এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমরা সাংসদকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বজবজ ২নং ব্লকে মার্চের মধ্যেই পানীয় জলের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাবডিভিশনের বিভিন্ন ব্লকে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য পাইপ লাইনের কাজ চলছে। যদিও পানীয় জলের সংযোগ দেবার নির্দিষ্ট তারিখ পেরিয়ে গেছে। যে সমস্ত কন্ট্রাক্টার পাইপ লাইনের কাজ করছে তাদের অনেক গাফিলতিও আছে। বজ বজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জি(বুচান) জানালেন, 'যাতে দ্রুত পানীয় জলের সংযোগ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায় তার জন্য আমরা তৎপর হয়েছি। ২জানুয়ারি বজবজ ২নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকা এবং দ্বিতীয় আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প পরিদর্শণ করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জি এবং বিডিও শুভব্রত চক্রবর্তী। জলের বিভিন্ন যে রিজার্ভার তৈরি হচ্ছে তাও দ্রুত শেষ করার জন্য তৎপর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তিনি জানান ইতিমধ্যেই তার ব্লকের ৪৮হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২৬ হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই জল পাচ্ছেন। আশা করা যায় আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আমার ব্লকের প্রতিটি মানুষের বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ সম্পন্ন করবো।'

গহনা সহ চুরি মা মনসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূমে গহনা সহ চুরি গেল রাঢ়ের অন্যতম জনপ্রিয় মনসা! পেঞা গ্রামের প্রসিদ্ধ মা মনসার দেবীশিলা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে বিষাদের ছায়া সমগ্র গ্রামে। যদিও এই ঘটনার পিছনে এক দেবাংশীরই হাত আছে বলে দাবি দেবাংশীদের একাংশের। লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে থানায় যার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই নানুর থানার পুলিশ আটক করেছে অভিযুক্ত সুফল দেবাংশীকে। অন্যতম অভিযোগকারী নিখিল দেবাংশী নিজে অভিযুক্তের জ্যাঠতুতো দাদা। নিখিল দেবাংশী বলেন, 'মঙ্গলবার পর্যন্ত নিত্যসেবার পালা ছিল সুফল দেবাংশীর আর তারপরেই ঘটেছে এই চুরির ঘটনা। বুধবার থেকে মনসা মন্দিরে নিত্যসেবার দায়িত্ব গোলকবিহারী দেবাংশীর। সেই হিসেবে বুধবার সকালে তার বাড়ির এক মহিলা মন্দির পরিষ্কার করতে এসে দেখে প্রণামী বাক্স ভাঙা প্রাথমিকভাবে মনে করা হয় শুধুমাত্র প্রণামী বাক্স ভেঙেই টাকা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা পরে সাড়ে ১১টা নাগাদ মন্দিরের নিত্যসেবার জন্য গর্ভগৃহে প্রবেশ করে কার্যত চক্ষু চড়কগাছ হয় সেবাইত গোলকবিহারী দেবাংশীর। আচ্ছাদন সরিয়ে দেখে উধাও হয়েছে অলংকার সহ মূল দেবীশিলা যদিও অলংকারের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেনি কেউই। এইঘটনা চাউর হতেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় গ্রামে কার্যত হতাশায় ভেঙে পড়ে গ্রামবাসীরা।' ওই গ্রামেরই বাসিন্দা জেলাপরিষদের প্রাক্তন সদস্য গদাধর সাহা বলেন, 'দেবাংশী মারফৎ বিষয়টি জানাজানি হতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। সংশ্লিষ্ট গ্রামটি বীরভূম – পূর্ব বর্ধমান সীমান্তে যার প্রায় ১৫–২০ কিলোমিটার দূরেই মুর্শিদাবাদ সীমান্ত আর সেই হিসেবে তিন জেলার সাধারণ মানুষের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় এই মা মনসা। একদিনের বার্ষিক পুজোয় হাজার হাজার ভক্ত সাধারণ মানুষের সমাগম হয় পেঞা গ্রামে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম তথা এলাকাবাসীর অবশ্য পূর্ণ আস্থা আছে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি। খুব শীঘ্রই চুরি যাওয়া মা মনসা অলংকার সহ পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলেই আশাবাদী তারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নানুর থানার পুলিশ।

হুগলি নদী তীরবর্তী রায়পুর– বুড়ুলে

পর্যটনের সম্ভাবনা বাড়ছে পরিকাঠামো উন্নয়ন দরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের হুগলি নদী তীরবর্তী রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত এলাকায় এখন শীতের মরশুমে প্রচুর পর্যটক আসছেন। হুগলি নদীর তীরে দুদিকেই প্রচুর রিসোর্ট পিকনিক গার্ডেন তৈরি হয়েছে। বুড়ুলে নদীর চরায় শনি রবি এবং বিভিন্ন বিশেষ দিনে প্রচুর মানুষ আসছেন পিকনিক করতে। কলকাতা থেকে প্রচুর মানুষ নদীর ধারে নিরিবিলি এলাকায় বিভিন্ন হোমস্টেতে রাতও কাটাচ্ছেন। এই এলাকায় পর্যটনের সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। কিন্তু এখানে পরিকাঠামো উন্নয়নেরও প্রয়োজন আছে বলে অনেক পর্যটক জানাচ্ছেন। যেমন রায়পুরে হুগলি নদীর তীর বরাবর যে রাস্তা চলে গেছে বুড়ুলের দিকে, যা পূর্ত দপ্তরের অধীনে। সেই রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। দুদিক থেকে দুটি বাস এলে যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। এই রাস্তা আরো প্রশস্ত করা উচিত। বিভিন্ন রিসোর্টের সামনে নির্দিষ্ট কোন পার্কিং ব্যবস্থা না থাকায়, যত্রতত্র বাস, টাটা সুমো ট্যাক্সি পার্কিং করছে পর্যটকরা। সরকারিভাবে বিভিন্ন জায়গায় পার্কিংয়েরও প্রয়োজন আছে। তাছাড়া পূর্ত দপ্তরের নদী তীরবর্তী রাস্তার ও সংস্কার প্রয়োজন আছে। রায়পুর ৭৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁদিকে যে রাস্তা চলে গেছে বুড়ুলের দিকে, সেই রাস্তারও প্রশস্ত করা দরকার না হলে পর্যটকদের গাড়ি চলাচলে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে।

এছাড়াও রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় সুলভ ও শৌচাগারের প্রয়োজন আছে। পর্যটন ক্ষেত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন। নদী তীরবর্তী এই রাস্তায় কোন বৈদ্যুতিক আলো না থাকাও সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্ত পরিকাঠামগত উন্নয়ন হলে এখানকার পর্যটনের সম্ভাবনা আরো বাড়বে। এই প্রসঙ্গে বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুব্রত ব্যানার্জি(বুচান) বলেন, 'আমরা খুব শীঘ্রই সামগ্রিক বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের সরকারি জায়গা আছে বুড়ুলে। সেখানে পার্কিং এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত এলাকায় সৌন্দর্যায়নের ব্যাপারেও আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা করছি খুব শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত হবে।

সাগরে স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা

প্রিয়ম গুহ : ৩০ ডিসেম্বর আলিপুরে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত বলেন, এবছর মেলা উপলক্ষ্যে সাগর প্রাঙ্গনের ১নং রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে পুর্ণ্যাথীদের পুর্ণ্যস্নানের জন্য এবং সেখান থেকে যাত্রীরা ২নং রাস্তা ধরে মন্দিরে পুজো দেবেন এছাড়াও খোলা থাকছে ৫ ও ৬নং রাস্তা। মন্দির সংলগ্ন ২ নং রাস্তা বন্ধ থাকবে স্নানের জন্য। ৯টি বার্জ যাত্রী পাড়াপার করবে এবং থাকছে পর্যাপ্ত ভেসেল। জিপিএসের দ্বারা লক্ষ্য রাখা হবে সেসবগুলিকে। ১১৫০টি সিসিটিভিতে মুড়ে যাবে পুরো সাগরের পথ। ১৫০টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবারে নথিভুক্ত করেছে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা মূলকাণ্ডারী হিসেবে থাকছে। ৩০০০ লোক থাকছে সারক্ষণ সাগরতট পরিষ্কার করবার জন্য। ১২০০০ শৌচালয় তৈরি থাকছে। ১৫০০ সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার মজুত থাকছে। ১০০ সৌরচালিত আলো লাগানো হচ্ছে তটে। সাগর আরতি থেকে শুরু করে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবছরও পুরোদমে থাকছে। ইতিমধ্যেই ওয়েবসাইটে ই–স্নানের বুকিং শুরু হয়েছে। যাত্রীদের সুবিদার্থে পরিচয় সমেত কিউআর কোড হাতে লাগিয়ে দেওয়া হবে। বিশেষ করে বয়স্ক এবং বাচ্চাদের জন্য। পচনশীল থলি তৈরি হবে গঙ্গাসাগরেই। বিশেষভাবে জোড় দেওয়া হয়েছে পরিচ্ছন্নতায় এছাড়াও খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে বোঝানো হবে ওখানকার খাবার বিক্রেতাদের। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রি বিশাল, সহকারী সভাধিপতি সীমন্ত কুমার মালি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মালি বলেন, 'বিরোধীদের আমন্ত্রণ সবসময়েই জানানো হয়, তাদেরও স্বাগত।' এছাড়াও সাগরতটে মাটি ফেলা নিয়ে দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠায় তিনি নশ্যাৎ করে বলেন এইসব ভিত্তিহীন।

ছবি : প্রিতম দাস

ব্যাংকের মধ্যেই ছিনতাই ৫০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মধ্যে থেকে টাকা তুলে বেরনোর পথে ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই। স্থানীয় সূত্রে খবর, কুলপীর বেলপুকুর অঞ্চলের গাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা জেনাহারা বিবি ৩ জানুয়ারি সকালে নিশ্চিন্তপুরের ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ৫০ হাজার টাকা তোলেন এরপরে ব্যাংকের মধ্যে বসে সেই টাকা গুনছিলেন, পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তি সেই টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ব্যাংকের মধ্যে। ব্যাংকের সিসিটিভি ফুটেছে অভিযুক্তর ছবি ধরা পড়লেও তৎক্ষণাৎ টাকা নিয়ে পালায় অভিযুক্ত। এই বিষয়ে কুলপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, দিনে দুপুরে এইভাবে ব্যাংকের মধ্যে থেকে টাকা ছিনতাই এর ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে।

উদ্ধার অবৈধ কয়লা, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সকালে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে মোটরসাইকেলে গোপালপুর থেকে সিউড়িতে অবৈধ কয়লা পরিবহনের বিরুদ্ধে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তী নেতৃত্বে স্পেশাল টিম সিউড়ি ঝোড়গ্রামের কাছে সড়কে অভিযান চালায়। মোট ৬টি কয়লা বোঝাই মোটরসাইকেল আটক করা হয়েছে। প্রতিটি মোটরসাইকেলে ১০ কুইন্টাল কয়লা লোড করা হয়েছিল। মোট ৬টন কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চসূত্রে জানা গিয়েছে। দুবরাজপুর থানার ঘাটগোপালপুর গ্রামের দুই চোরাকারবারী নবীহোসেন খা (৩৫) ও সোহেল খাকে কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল সহ আটক করা হয়। বাকি চার অপরাধী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সেই স্থানে চারটি কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল রেখে যায়। এই সমস্ত পাচারকারীরা সিউড়ি এলাকার অবৈধ ইটভাটায় অবৈধ কয়লা সরবরাহ করার চেষ্টা করেছিল। ২ চোরাকারবারী সহ ৬ কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল সিউড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। কয়লার মূল্য প্রায় ১ লাখ টাকা।

কাটা হল পানীয় জলের অবৈধ সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বাগনানে পানীয় জলের অবৈধ সংযোগ কাটা হল ৭টি পরিবারের। আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সরবরাহ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ থাকলেও পানীয় জল যায় না। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা তদন্তে নামে। অবৈধভাবে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার অভিযোগ পান আধিকারিকরা। অভিযোগ পাওয়ার পরেই বাগনান ১নং ব্লকের খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশি অভিযানে ৭টি বাড়িতে বেআইনিভাবে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে, কেটে দেওয়া হয় লাইন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

শিরাকোল সমবায় সমিতি বন্ধ কেন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট খানার শিরাকোল লার্জ সাইজ কোঅপারেটিভ মারকেটিং সোসাইটি দীর্ঘ আটমাস যাবৎ বন্ধ থাকাতে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ বিক্ষুব্ধ। সংবাদে প্রকাশ, সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে নাকি দুর্নীতির অভিযোগ পাবার পর সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ সমবায় সমিতি বন্ধের নির্দেশ দেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পর্যন্ত অভিযোগ সম্পর্কে কোন তদন্ত হলো না। আরও জানাগেল, সমবায় সমিতির পুরাতন কমিটি বাতিল করা হয়েছে এবং নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের বক্তব্য পরিচালক সমিতির কোন সদস্য যদি অপরাধ করে থাকেন তবে তার যথাযথ বিচার হোক কিন্তু সমবায় সমিতির কাজকর্ম চালু রাখার নির্দেশ দিতে বাধা কোথায়? তাঁদের মতে সমবায় সমিতির জন্য প্রতি মাসে ১০০০ টাকা এসট্যাব্লিশমেন্ট বাবদ ব্যয় হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সমিতির অস্তিত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হবে না। জনস্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এ সম্পর্কে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

৯ম বর্ষ, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৪, শনিবার, ৭ সংখ্যা

বারুইপুর থেকে চালু সুন্দরবনের বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর: বারুইপুর থেকে ফের চালু সুন্দরবনের বাস পরিষেবা। চালু হল বারুইপুর থেকে ঝড়খালি, গদখালি, চুনাখালি বাস পরিষেবা। দীর্ঘদিন এই পরিষেবা বন্ধ থাকায় মানুষকে ক্যানিং যেতেই হয়রান হতে হচ্ছিল। বারুইপুর থেকে ক্যানিং যেতেই অটো ভাড়া পড়তো ৫০ টাকা। এই বাস ভাড়া মানুষের আয়ত্তের মধ্যেই রাখা হবে, পাশাপাশি ৪৬টি বাস চলবে এই ৩টি রুটে বলে জানিয়েছেন বাস মালিক সংগঠন। রবিবার এই ৩টি রুটের বাস পরিষেবা উদ্বোধন করেন বিধানসভার স্পিকার তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস, জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল সহ আরো অনেকে। বিমান বাবু এদিন বলেন, চালকদের সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে হবে। কোনো ভাবেই এই পরিষেবা বন্ধ করা যাবে না। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে বাস পরিষেবা চালু হলেও যাত্রী না থাকায় বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিল এই পরিষেবা, পুনরায় চালু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ।

তিন আবাস শূন্য গ্রামে সার্ভের নির্দেশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশাসন রামপুরহাট ১নং ব্লকের কুসুম্বা গ্রাম পঞ্চায়েতের আবাস শূন্য তিন গ্রামে পুনরায় সার্ভে করার নির্দেশ দিয়েছে। আবাস যোজনা তালিকা নিয়ে অভিযোগ বিতর্ক চলছেই রাজ্যজুড়ে।

তালিকায় নাম রাখতে সমীক্ষা চলাকালীন পাকা বাড়ি ছেড়ে অস্থায়ীভাবে মাটির ঘরে বাস করারও অভিযোগ পর্যন্ত সামনে এসেছে। কুসুম্বা গ্রামপঞ্চায়েতের তিলডাঙা, আদলপাহাড়ি ও বলরামপুর গ্রামের ১জন বাসিন্দারও নাম নেই আবাস তালিকায়। ক্ষোভে ফুসঁছে গ্রামের বঞ্চিত মানুষেরা। গ্রামে ইন্টারনেট না থাকায় ২০১৮ সালে আবাস যোজনা সমীক্ষার সময়ে জিয়ো–ট্যাগিং করা যায়নি তাই তালিকা থেকে বাদ গোটা তিলডাঙা গ্রাম। তিলডাঙা গ্রামে ৮০–৯০টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস। প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন করেও মেলেনি সুরাহা দাবি গ্রামবাসীদের। ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়ার জন্য পাহাড় জঙ্গল ঘেরা পুরুলিয়া ২নং ব্লকের বেলমা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুবরাজপুর গ্রামে বাঁশের মাথায় ব্যাগে মোবাইল বেঁধে 'হটস্পট' চালু করে জিয়ো ট্যাগিং করে আবাসের সমীক্ষার কাজ হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি কুসুম্বা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রীর মামাতো ভাই নীহার মুখার্জী রামপুরহাট ১নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি। গ্রামবাসী জনুই হেমব্রম, ভুবন টুডু, লাল মার্ডি অভিযোগ করে বলেন, ইন্টারনেট সংযোগ না মেলায় ২০১৮ সালের সমীক্ষায় বাদ যাওয়ার পরে বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। বহুবার দুয়ারে সরকার শিবির এমনকী দিদিকে বলোতেও জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম থেকে জয়ী হয় বিজেপির দিলীপ মুর্মু। রামপুরহাট ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অঙ্কুর মিত্র বলেন, আবাস যোজনার তালিকায় প্রকৃত প্রাপকদের নাম উঠেনি সেইসব গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নতুন করে দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। আগামী তালিকায় তাদের নাম থাকবে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ৩১ ডিসেম্বর রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত হোগল ব্রীজের উপর হাফিজুল ঘরামী বাইক নিয়ে হোগল ব্রিজের উপর দাঁড়িয়েছিল, অন্যদিকে আচমকা আর এক বাইক চালক তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় জখম যুবক যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিল। স্থানীয় পথ চলিত মানুষজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে তড়িঘড়ি নিয়ে যায়। সেখানে ওই যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। পরে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়।

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার দিন বজবজ ২নম্বর ব্লক তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মুচিশা লক্ষীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী ডাক্তার নার্স এবং সকল স্টাফদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করে। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা সুবীর ব্যানার্জি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আদর্শে আমরা প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ করে থাকি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিনে। তারই অঙ্গ হিসাবে এ বছর লক্ষীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালে আমরা রোগী ডাক্তার নার্স এবং সকল স্টাফদের সামান্য ফল ও মিষ্টি বিতরণ করলাম। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল, সম্পাদক দিলীপ দাস সহ সৈকত ঘোষ, সুমিত মণ্ডল, গৌতম পন্ডিত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির সূচনা

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : নতুন বছরের শুরুতেই ডায়মন্ডহারবার লোকসভার সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে 'সেবাশ্রয়' সূচনা হবে আগেই জানিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতোই ২ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবার থেকে সেই সেবাশ্রয় কর্মসূচি সূচনা করলেন তিনি। এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার প্রায় ২৩ থেকে ২৪ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন চিকিৎসা পাবে একেবারে বিনামূল্যে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মোট ৭টি বিধানসভা যেখানে ডায়মন্ড হারবার থেকে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা হয় শেষ হবে মহেশতলায়। আগামী ৭৫ দিন ধরে প্রায় ৩০০–র বেশি এই ধরনের ক্যাম্প করা হবে গোটা ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় জুড়ে। প্রতিটি বিধানসভায় ৪০ থেকে ৪৫টি ক্যাম্প করা হবে যার মধ্যে একটি করে থাকবে মেগা ক্যাম্প। প্রত্যেকটি বিধানসভায় এই ক্যাম্প চলবে ১০দিন করে। ২ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারে চলবে এই স্বাস্থ্য শিবির এরপর ১২ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ফলতায় চলবে এই স্বাস্থ্য শিবির এর পরবর্তী সময়ে একে একে বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ হয়ে মহেশতলায় শেষ হবে এই ক্যাম্প।

প্রত্যেকটি সাধারণ ক্যাম্পে থাকবে একটি করে রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক, ২জন করে চিকিৎসক, চিকিৎসকদের ওয়েটিং রুম রোগীদের জন্য আলাদা করে থাকবে ওয়েটিং রুম এবং থাকবে ফার্মেসি যেখান থেকে বিনামূল্যে ওষুধ মিলবে রোগীদের। পাশাপাশি দেওয়া হবে একটি ইউনিক টোকেন আইডি। অন্যদিকে, পরিষেবার দিক থেকে দেখতে গেলে ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, হার্টের যে কোন সমস্যা, হিমোগ্লোবিন টেস্ট, ম্যালেরিয়া টেস্ট, ডেঙ্গু টেস্ট, ট্রিপিল সেরোলজি সহ ক্যান্সার ও বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা মিলবে এই ক্যাম্প থেকে। যেখানে প্রায় ১২০০ থেকে ১৩০০ চিকিৎসক নিযুক্ত থাকছে এই গোটা কর্মযজ্ঞে। এবং অন্যদিকে ১২টি মেডিকেল কলেজ নিযুক্ত থাকছে এই চিকিৎসা পরিষেবায় যেখান থেকে রোগীরা বিনামূল্যে পরবর্তী সময়ে তাদের চিকিৎসা করাতে পারবে। তার মধ্যে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ, আরজিকর মেডিকেল কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, পিজি এই ধরনের ১২টি সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে পরবর্তী সময় মিলবে চিকিৎসা।

এর আগেও কোভিডের সময় হোক বা বয়স্কদের বৃদ্ধ ভাতা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ডায়মন্ডহারবার মডেলের কথা উঠে এসেছে বারে বারে আর এবারেও এই সেবাশ্রয় বিশ্বের দরবারে আরো একবার ডায়মন্ডহারবার মডেল হতে চলেছে বলে দাবি অভিষেকের। অন্যদিকে তিনি এও দাবি করেন যদি কোন জনপ্রতিনিধি এম এল এমপি থেকে শুরু করে যে কেউ এই ধরনের কর্মসূচি নিজের উদ্যোগে নিতে চায় অবশ্যই তার পাশেও থাকবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি – ১০ জানুয়ারি, ২০২৫

স্বাধীনতা বনাম স্বাধীনতা

পরাধীনতার বিপরীত মেরুতে স্বাধীনতার বসবাস হলেও স্বাধীনতা আমলে অধীনতার অধীন। সার্বিক স্বাধীনতা সম্ভবত সোনার পাথর বাটি। পড়শি দেশে ধারাবাহিক কার্যকলাপ এই ধরণাকে বাড়িয়ে তুলছে। গত বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশের 'ছাত্র আন্দোলন' এবং নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে দেশত্যাগ করানোর মধ্যে দিয়ে যে তৃতীয় বারের জন্য তথাকথিত 'স্বাধীনতা' ঘোষণা হল সেখানেও চূড়ান্ত পরাধীনতার ছবি ফুটে উঠেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জার্তিক ক্ষেত্রে 'জুলাই স্বাধীনতা' শুধুই প্রহসন মাত্র। বাংলাদেশের কোটিপতি নাগরিক আজ সেটা উপলব্ধি করছে। সামাজিক মাধ্যমে বহু পড়শি দেশের নাগরিক স্বনামে অথবা বেনামে মৌলবাদী আগ্রাসনকে ধিকৃত করছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান নাগরিকরা এই মুহূর্তে 'স্বাধীন' বাংলাদেশে চূড়ান্ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন যা একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের দীর্ঘপর্যায়–এর সঙ্গে তুলনীয়।

স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়, এই আপ্তবাক্যকে মিথ্যা প্রমাণ চলছে দেশে দেশে। আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার মৌন হয়ে গেছে পড়শি দেশের ঘটনায়। কোন পদক্ষেপ কোনও বৃহৎ শক্তির কাছে প্রত্যাশিত থাকলেও বাস্তবে হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীরা দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে ব্যক্তি স্বাধীনতার কতটুকু অস্থাশীল প্রাক্ নির্বাচন ও নির্বাচন শেষে সংবাদপত্রগুলিই তার সাক্ষ্য দেয়। পরিবার থেকে সমাজ বৃহত্তর অর্থে দেশ ও বিশ্বে বড় শক্তিধর রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাষ্ট্রকে অনায়াসে পরাধীনতার চাপে রাখতে সক্ষম। নানা দিক থেকে নানারকম রসায়ন স্বাধীনতা কিংবা মানবতাকে চালিত করে। মূলত আর্থিক স্বার্থেই স্বাধীনতার তুল্যমূল্য বিচার হয়ে থাকে। স্বাধীনতাকে তুল্যমূল্য বিচারের এমন কাঠগড়ায় তোলার নেপথ্যে রাষ্ট্র সংঘের গ্রহনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। প্রায় দুবছর ধরে জেলেনস্কী বনাম পুতিনের ইগোর লড়াইতে দুই দেশের নাগরিক ও সেনাবাহিনীর প্রাণহানি অন্যদিকে ইসরায়েল, প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের ঘনঘটা সাধারণ নাগরিকদের 'স্বাধীনতা' রাষ্ট্রনেতাদের স্বাধীনতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ইন্টারনেট যুগে মানব সভ্যতা অনেক এগিয়েছে বলে দাবি করা হয়। রাষ্ট্র সংঘের অজস্র সনদপত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলি স্বাক্ষর করেছে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নানা অঙ্গীকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যখন দেখা যায় 'নির্বাচিত প্রতিবাদ' এবং 'নির্বাচিত মৌনতা'। ভারতের একদা বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিপন্ন মানবতার জন্য এদেশে গণতন্ত্রের ভাবনায় পুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির 'নির্বাচিত প্রতিবাদ' ও 'নির্বাচিত মৌনতা' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বাঁচতে না চাইলেও কেউ কেউ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেও স্বাধীন ভাবনার আত্মপ্রসাদ ও গরিমা প্রচার করে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

এইভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে এই জগৎ উৎপন্ন হলেও কিছু তার্কিক মনে করে জগৎ পরমাণু হতে উৎপন্ন হয়েছে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম হতেই সমষ্টি ও ব্যষ্টি অহঙ্কারসমন্বিত যে চিদাভাস সকলই ব্রহ্মজ এবং ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। সমস্তই ব্রহ্মারূপী সমষ্টিমনের মধ্যে বিলসিত থাকে, পরে মন মায়াকাশে ভূত–তন্মাত্রাদির সঙ্গ সঙ্কল্প করে, চতুর্দশ ভূবনে ভিন্ন ভিন্ন বাসনানুযায়ী নানা কর্মে রত হয়, ভূত সমূহের প্রাণশক্তি দ্বারা দেহে প্রবেশ করে বীজভাব হয়। পরে জগতে জন্মগ্রহণ করে বাসনা অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করে। নিজ নিজ ইচ্ছাই জীবসমগ্রের বীজ। জীবসমূহ ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মকে বিস্মৃত হয়ে নশ্বর জগতে ঘুরে মরে। হে রাম। তত্ত্বজ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে তুমি মনসৃষ্ট এই সংসার–আগাছা নির্মূল কর।

আমি এখন উত্তম, মধ্যম এবং অধম জীবের উৎপত্তি বিভাগ বলছি। যে জীব পূর্বকল্পে শম–দমাদি সাধনায় অগ্রণী হয়েও গুরূপদেশের যথাযথ সমাদরের অভাবে কিংবা অন্য প্রতিবন্ধকতার দরুন ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অসফল হন, বর্তমান জন্মে সেই সুসংস্কারসম্পন্ন জীব মোক্ষযোগ্য হন। তাঁর ইদানিং জন্মকে ইদংপ্রথমতা বলে। পূর্বের সুসংস্কার, শুভকর্মের অভ্যাস এই প্রকার জাতককে সাধনশীল করায়, ইহজন্মেই তাঁর পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। এই প্রকার জাতকের কামনা–বাসনা অত্যল্প এবং তা ক্ষীয়মান হয়। এমন জন্ম উত্তম। যদি প্রাক্তন জন্মের সুসংস্কার ও শুভকর্মফল নিয়ে কোন জাতক ইহজন্মেও মোক্ষার্থী না হয়ে উচ্চলোক, শুভফলাফল কামনার বশীভূত হয়ে সাধনা করে, তবে স্বল্প বৈরাগ্যবান্ সেই জাতকের জন্মকে গুণপীবর বলে। কামনা থাকায় তার সংসার বাসনা সঞ্চিত থাকে, ফলে সেই বাসনা ক্ষয়ের জন্য আরও কয়েক জন্ম তাকে অতিবাহিত করতে হয়। অবশেষে কামনার অসারতা বোধগম্য হয়ে বৈরাগ্যবান্ জাতক মোক্ষ বিষয়ে যথেষ্ট সাধনশীল হয়। তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণ উক্ত দুই জন্মকে সসত্ত্ব বলেন। সসত্ত্ব জাতকের ইহ জন্মের সুখ–দুঃখের লক্ষণ দেখে তাদের প্রাক্তন সুকৃতি– দুষ্কৃতির বিষয়ে তত্ত্ববিদগণ অনুমাণ করতে পারেন। প্রাক্তন জন্মের দুর্বাসনা, দুষ্কর্ম, নীচ সংস্কার সম্বল করে যে ইহজন্ম, তা অধমসত্ত্ব। এই প্রকার জাতক ভোগ–লালসাযুক্ত, মোক্ষে অনীহ, আত্মভাবনাহীন হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আলোকপাত

শুধু ভোটের জন্য মাইলেজ

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বছরের শেষ প্রান্তে বাংলার সীমানার এক প্রান্ত সন্দেশখালিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সেখানকার মানুষদের পাশাপাশি আপামর বাংলাবাসীর জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন, শিলান্যাস করলেন। খবর অনুযায়ী বা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ৬৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তিনি। এই অর্ধ শতাধিক প্রকল্পের জন্য খরচের পরিমাণ ২৩ কোটি টাকা। আরো প্রায় অর্ধ–শত প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। এরই সঙ্গে সরকারের নানা পরিষেবা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও যে সমস্ত পরিষেবা প্রদানের কথা বিজ্ঞাপনে দেওয়া

হয়েছে তা সরকারের নতুন কোনও পরিষেবা নয়। এমনকী দুয়ারে সরকার নামাঙ্কিত পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থাও আর নতুন নয়। তবুও তার কথা মুখ্যমন্ত্রীকেই বলতে হয়, নতুন করে বলতে হয়। শুধু তাই নয়, দৈনিক কাগজের অর্ধেক পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়েও জানাতে হয়। প্রকল্প ছোট হলেও বিজ্ঞাপন বড়। এই বিজ্ঞাপন মানুষের জন্য তাঁর মহত্বের পরিচয় তৈরি করে। সরকারে যেই থাকুক তাঁর মহত্বের পরিচয় দেয় এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন দিয়ে কাজ শুরু করা আর কারো মহান সাজা এক হতে পারে না।

এখন অবশ্য শুধু বিজ্ঞাপন নয়, নিজেই সন্দেশখালির সভায় এসে বলেছেন, তিনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের পাহারাদারের কাজ করেন। তিনি পাহারাদার হলেও বাংলা থেকে নারী পাচার হয়, নারীর মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়, দুর্নীতি হয়। অবশ্য এর কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন। দুষ্টু লোকেদের খপ্পরে না পড়ার কথা বলেছেন। তার মানে দুষ্টু লোকেদের খপ্পরে পড়লে তাঁর পাহারাদারি ব্যর্থ হয়। এমন ব্যর্থতার প্রমাণ নেই তা তিনি বলতে পারবেন না। তাই দুষ্টু লোকেদের থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। এই দুষ্টু লোকেদের থেকে দূরে থাকতে তিনি উপদেশ দিতে পারেন, প্রশ্ন, দুষ্টের দমন তিনি করতে পারেন না কেন? অথচ সন্দেশখালি অঞ্চলে কিছু ঘটলে তিনি এক–দু সেকেন্ডের মধ্যে খবর পেয়ে যান বলে প্রকাশ্যে বলেন। তার মানে কোন ঘটনা তাঁর অজানা থাকে না। সন্দেশখালির শাহজাহানের কথা হোক, বগটুইয়ের হত্যাকান্ড হোক, হাঁসখালি হোক, আর জি কর কান্ড হোক। তিনি অবশ্য তা বলেন নি। অনেকেই তর্ক জুড়তে পারেন, বলতে পারেন সে কথা। তিনি শুধু সন্দেশখালি অঞ্চলের কথাই বলেছেন বলে তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন। ঠিক কথা। সন্দেশখালির শাহজাহান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখ না করে বলতে পারেন, আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা তিনি ভুলে গিয়েছেন। এও ঠিক কথা। তাঁর কাছে কয়েক সেকেন্ডে কোনও কিছুর খবর এলেও তা আবার ভুলে যান তাড়াতাড়ি। ভুলে যান বলেই মনে হয় দুষ্টু লোকেদের বাড়াবাড়ি আর পাহারা দিতে পারেন না। কাটমানি খেলে দুর্নীতি করলে কাউকে ছাড়বেন না বলে প্রকাশ্যে হুমকি দেন। কিন্তু কিছুই করেন না।

তাঁর ভুলে যাওয়ায় সব ঘটনা আবার মানুষ ভুলে যায় বা মানুষকে ভুলিয়ে দেয়। এ কথাটা তিনি কিন্তু ভুলে যান না। প্রকাশ্য সভায়, কিংবা তাঁর প্রশাসনিক সভায় তাঁর নেতা অনুগামী ও পারিষদদের কাজের গাফিলতি থেকে দুর্নীতি বিষয়ে ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চান এবং বোঝাতে চান যে তিনি স্বচ্ছ ও সততার প্রতীক। তবে তাঁর মানুষজন জানে তিনি শুধু ধমক দেন, তা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর আপামর মানুষ জানলো তাঁর বলিষ্ঠতা। মানুষের এই জানাটাই তিনি জানেন বলেই তিনি তাঁর লোকেদের প্রকাশ্যে হুঙ্কার দেন। এমন হুঙ্কারের বিজ্ঞাপনে মানুষ সব ভুলে তাঁর জন্য গলে যায় । আসলে তিনি মানুষের ভাষা যেমন বোঝেন, তেমন তাদের ভাষায় তিনি কথা বলতে পারেন।

একটি রিপোর্টে দেশে সবথেকে দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি বিবেচিত হয়েছেন। দরিদ্র বা গরীব শব্দটি একটা আবেগ তৈরি করে। বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিবেশে এই শব্দটির সাপেক্ষে কর্মকান্ডের ব্যাপকতায় পরিচিতি তৈরি হয় দল, নেতা, সমাজসেবীর। এই বিশেষণে তাঁর ত্যাগ, আদর্শ ও পথকে বড়ো করে তোলার চেষ্টা আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। এর আগে তাঁকে কেউ দুর্গা, কেউ সারদা বলে অভিহিত করেছেন। এখন তা আরো ব্যাপকতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে এই রিপোর্টে তাঁর অনুগামীদের কাছে অনেক সহজভাবে দেখা দিয়েছে। একটা প্রবাদ আছে—সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস। এই প্রবাদ অনুযায়ী বলতে হয়– তিনি যদি সৎ ও ত্যাগী হন, তাঁর অনুগামী পারিষদবর্গের অধিকাংশ তাঁর বিপরীত হয় কি করে? এ প্রশ্ন কে করবে? তার মানে তাঁর অনুগামী, অথচ তাঁর আদর্শে নয়। তাঁর সততা ও ত্যাগের আদর্শ অনুপ্রাণিত করতে পারে না। অথচ তাঁর অনুপ্রেরণার প্রতিফলন ও অনুরণন মঞ্চে মঞ্চে কথায় কথায়। আসলে তাঁর অনুপ্রেরণার বিজ্ঞাপন মানুষকে ভুলিয়ে দিতে পারে, বশ করতে পারে। তাই ভোটের আগে সৎ হওয়ার উপদেশ থাকে, সৎ থাকার উপদেশ থাকে। তাহলে ভোটে জেতার পরে কি কেউ অসৎ হয়ে যায়? সৎ যে হন সে চিরকালই সৎ থাকতে পারেন। তাঁর শিক্ষার মানদন্ড সেটাই। আর ভোটে জেতার জন্য যদি সততা না থাকে তাহলে ভোটে জেতার পর সততা থাকতে পারে না। সততা ও ত্যাগের কথা বলা মানেই মানুষের কাছে আরো একটু একস্ট্রা মাইলএজ পাওয়ার জন্যই। অবশ্যই তা ভোটমুখী।

দেশ দেশান্তরে

রাশিয়াকে থামাতে জেলেনস্কি

সুমন্ত ভৌমিক

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে গত মঙ্গলবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। রাশিয়ার আগ্রাসনের অবসান ঘটাতে ২০২৫ সালে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জেলেনস্কি। প্রায় ৩ বছর আগে ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করেছিল রাশিয়া। তিনি বলেন, ২০২৫ সাল হোক আমাদের বছর। আমরা জানি শান্তি আমাদের উপহার হিসেবে দেওয়া হবে না। তবে রাশিয়াকে থামাতে এবং এ যুদ্ধ শেষ করতে আমরা সবকিছু করব। জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ট্রাম্প। তার আগেই কিয়েভের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা যতটা সম্ভব বাড়ানোর চেষ্টা করছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন প্রশাসন গত সোমবার ইউক্রেনের জন্য নতুন করে প্রায় ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার সামরিক বাজেট সহায়তা প্রদান করেছে। নতুন বছরের ভাষণে জেলেনস্কি আরও বলেন, প্রাধান্য চাইলে ইউক্রেনকে অবশ্যই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সম্ভাব্য যেকোনও শান্তি আলোচনায়। আসছে বছরের প্রতিটি দিন আমি এবং আমাদের সবাইকে অবশ্যই এমন একটি ইউক্রেনের জন্য লড়াই করতে হবে যে দেশটি যথেষ্ট শক্তিশালী হবে। কারণ, শুধু এমন একটি ইউক্রেনকে সম্মান করা হবে এবং কথা শোনা হবে। যুদ্ধক্ষেত্র ও আলোচনার টেবিল উভয় জায়গাতেই। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় গেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ শেষ করবেন। ইউক্রেনের আশঙ্কা যুদ্ধ শেষ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে তাদের হয়তো রাশিয়ার দখল করা ভূখণ্ডের পুরোটাই ক্রেমলিনের হাতে তুলে দিতে হবে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে রাশিয়ার কাছে নিজেদের প্রায় ৭ গুণ বেশি ভূখণ্ডের দখল হারিয়েছে ইউক্রেন। সেই সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে আসার পর দেশটির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন হ্রাসের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। এই ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্টের পুতিনের আগ্রাসন শেষ করার ইচ্ছা আছে এবং শান্তি অর্জনে তার সক্ষমতা নিয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের নতুন বছরের ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্টভাবে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কোনও কথা বলেননি। তবে তিনি রাশিয়ার সেনাদের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য যারা সামরিক শ্রম দিতে ব্রতী হয়েছেন আপনারাই সত্যিকারের নায়ক।

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত; অথচ জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন নীরব দর্শক

কেশব চন্দ্র মণ্ডল

আজ থেকে ৭৭ বছর আগে ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সংক্রান্ত একটি আইনী দলিল জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। এই দলিলটির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, মানবাধিকার হল প্রত্যেকটি মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অধিকার এবং আইনের শাসনের দ্বারা তা সুরক্ষিত করতে হবে। আরো বলা হয়েছে, প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করছে যে, তারা জাতিপুঞ্জের সহযোগিতায় সার্বজনীন মানবাধিকার ও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাগুলিকে সম্মান, সুরক্ষা ও পালন করবে। এরপর জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা ঘোষণা করে যে, বিশ্বের প্রতিটি ব্যাক্তি ও সংস্থা এই মানবাধিকারের ঘোষণা সর্বদা মনে রাখবে এবং প্রগতিশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাগুলোকে সম্মান ও সুরক্ষা করবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে। মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে মানবাধিকার বলতে কি বোঝায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

মানবাধিকার বলতে কি বোঝায়?

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতানুসারে, মানবাধিকার হল জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা বা অন্য কোন অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকার। মানবাধিকারের মধ্যে বেশ কতকগুলি অধিকার ও স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন ধরুন– জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার; দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তি; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, কাজ ও শিক্ষার অধিকার এবং এই ধরণের অন্যান্য অনেক অধিকার। কোনপ্রকার বৈষম্য ছাড়াই সকলে এই সব অধিকারগুলি ভোগ করার অধিকারী। সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কভেনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস্ এবং এর দুটি ঐচ্ছিক প্রোটোকল আর ইন্টারন্যাশনাল কভেনান্ট অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস এবং তার ঐচ্ছিক প্রোটোকল। ইন্টারন্যাশনাল কভেনান্ট অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস্ বা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চুক্তিটি যে তিনটি প্রধান বিষয়ের প্রসার ও সংরক্ষণ করতে চায়,

সেগুলি হল:–

(ক) সঠিক ও উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করার অধিকার;

(খ) সামাজিক সুরক্ষার অধিকার ও উপযুক্ত গুনমান সম্পন্ন জীবিকা অর্জন এবং মানুষের সর্বোচ্চ পর্যায়ের শারীরিক ও মানষিক কল্যান; ও

(গ) শিক্ষার অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও বিজ্ঞানসম্মত অগ্রগতির সুযোগ–সুবিধার উপভোগ।

অন্যদিকে, মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে– স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার; আইনের চোখে সমতার অধিকার; সঠিক বিচার পাওয়ার অধিকার; চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের অধিকার; মতামত প্রকাশের অধিকার; নির্বাচন ও অন্যান্য সরকারী কাজে অংশগ্রহণের অধিকার এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারের সংরক্ষণ। আন্তর্জাতিক পৌর ও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের সনদের প্রথম ঐচ্ছিক প্রটোকল যেটা ১৯৭৭ সালে বলবৎ করা হয় এবং দ্বিতীয় প্রোটোকল যেটা ১৯৯১ সালে গৃহীত হয় সেই দুটি প্রোটোকলে বলা হয়েছে– মানুষের জীবনের অধিকারকে খামখেয়ালীপূর্ণভাবে বঞ্চিত রাখা যাবেনা; অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অপমানকারী আচরণ ও অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া যাবেনা; কাউকে দাসত্ব ও বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা যাবে না এবং যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করা ও বিনা বিচারে কোন মানুষকে আটকে রাখা চলবে না; কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাবেনা; যুদ্ধের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জাতিগত ও ধর্মীয় হিংসা ছড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এবার দেখা যাক বাংলাদেশে কি চলছে।

বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র

২০২২ সালের ১১অক্টোবর বাংলাদেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলে ১৬০টি ভোট পেয়ে পঞ্চমবারের জন্য সদস্য নির্বাচিত হয়। এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ছিল আমাদের দেশের জনগণের কাছেও। কিন্তু গত আগষ্ট মাসের ৫ তারিখে শেখ হাসিনার গণ–অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পদত্যাগ করা ও দেশত্যাগ করে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রায় ২২০০টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগে অনুরূপভাবে ১১২টি হিংসার ঘটনা ঘটে পাকিস্তানে (ইন্ডিয়া টুডে, নিউদিল্লী ডিসেম্বর ২০, ২০২৪)। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর ২০৫টি আক্রমণের ঘটনা ঘটে (দ্যা হিন্দু, ১০ আগস্ট ২০২৪) মোট ৫২টি জেলায়। এই মর্মে বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ইউনিটি কাউন্সিল এবং বাংলাদেশের পূজা উদযাপন পরিষদ গত ৯ অগাষ্ট(২০২৪) বাংলাদেশের ইনটেরিম সরকারের উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। আল জাজিরার সাংবাদিক মেহেদী হাসান মারুফ লিখছেন(আল জাজিরা, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪) ঢাকা থেকে ৮ কি.মি. দূরে মোরালগাঁও গ্রামে কিভাবে একদল জনতা লাঠিসোটা নিয়ে কৃষ্ণ দাস নামক এক হিন্দুর বাড়িতে শ্লোগান তুলতে তুলতে চড়াও হয়। সেখানে বিভিন্ন আছিলায় যেমন ধরুন সাইবার ক্রাইমের নামে, দেশকে অবমাননার নামেতও ওজব ছড়ানোর অপরাধে সাধারণ সংখ্যালঘু জনগনকে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তাছাড়া সংখ্যাগুরুর সম্প্রদায় হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে যথেচ্ছভাবে লুটপাট চালাচ্ছে; বাড়ি–ঘর ও আসবাবপত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে; দরজা–জানালা ভেঙে দিচ্ছে ও ঘরের দামি দামি জিনিষপত্র লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। আক্রমণকারীরা এমনকি বাড়িঘর জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে দিচ্ছে। বাড়ির মহিলা ও বালিকাদের উপরও অত্যাচার করা হচ্ছে। বিশেষকরে টিনের চালের ঘর–বাড়ি বেশি করে ধ্বংস করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাকে অত্যন্ত লঘু করে দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়; শেখ হাসিনার পতনের সময় অর্থাৎ ৪ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ২০০০টা মত সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটে; সংখ্যালঘুদের ৬৯টি ধর্মীয় স্থানে আক্রমণ করা হয় এবং ৯ জন হিন্দু মারা যায়। যদিও স্বাধীন সংস্থা রিউমার স্ক্যানিংয়ের অনুসন্ধানে দেখা গেছে– ভারতের ৪৯টি মিডিয়া আউটলেট প্রায় ১৩টি মিথ্যা ঘটনা প্রচার করেছে আগষ্ট ১২ থেকে ডিসেম্বর এর ৫ তারিখ (২০২৪) পর্যন্ত।

কিন্তু সেটা যদি সত্যিও হয় তবুও এই বিষয়টিকে অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশে সংখালঘুরা বিশেষ করে হিন্দু শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ডাক্তার ও সাধারণ পুরুষ ও মহিলারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও অত্যাচারের শিকার এবং জোর করে তাদের পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি এর হাত থেকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না হিন্দু সাধু–সন্ন্যাসীদেরকেও। ঢাকা মেট্রোপোলিটন পুলিশ গত ২৫ নভেম্বর ইসকনের প্রাক্তন সদস্য চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে। এমনকি তার পক্ষে আদালতে সওয়াল করার জন্য আইনজীবি পর্যন্ত নিয়োগ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশে মানবাধিকার আজ ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। সেখানে আইনের শাসন নেই; চলছে চরম অরাজকতা ও আইন–শৃংখলা হীনতা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন কি এসব দেখতে বা শুনতে পাচ্ছেন না? জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনার মি. ভোলকার টার্ক কি এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, বা শুনতে পারছেন না? নাকি দেখেও না দেখা ও শুনেও না শোনার ভান করে ঘাপটি মেরে রয়েছেন?

এদিকে মানবাধিকার সম্পর্কে সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার দলিলের ১,২ ও ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে– 'সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলে সমান'(ধারা নং– ১); 'জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক অন্য মতাদর্শ, জাতি ও সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম ও অন্যান্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলে মানবাধিকারের ঘোষণার দলিলে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি ভোগ করতে পারবে' (ধারা নং– ২) এবং 'প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার আছে' (ধারা নং ৩)। মানবাধিকারের দলিলে যদি সত্যিকারেরই এমনটা ঘোষণা করা থাকবে, তবে আমার প্রশ্ন হল তা কি কেবলমাত্র শোকেসে সাজিয়ে রাখবার জন্য তৈরী করা হয়েছিল, নাকি তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলাদেশে আক্রান্ত এবং তাদের মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেখানে 'আইনের শাসন' বর্তমানে নেই। তাহলে জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিল কি করছে সেখানে? আর ইউনাইটেড নেশানস্–এর মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনারই বা নিশ্চুপ রইছেন কেন? তাহলে এসব সংস্থার প্রয়োজন কোথায়?

আরো খবর

বাগনানে শুরু হল লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলন

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া : বাগনানের বাঙালপুরে মহিলা বিকাশ কেন্দ্রে ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হল লিটন ম্যাগাজিন মেলা ও গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলন। চলবে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। শুক্রবার সকাল বেলায় মহিলা বিকাশ কেন্দ্রের সদস্য ও কচিকাঁচাদের পথ পরিক্রমা দিয়ে শুরু হয় মেলা। দুপুরে মেলার উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা কর্নাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখার্জি। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক সৌমিককান্তি ঘোষ এবং বিশিষ্ট লেখক ও পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়াসবর কল্যাণ সমিতির অধিকর্তা প্রশান্ত রক্ষিত, বিকাশ কেন্দ্রের কর্ণধার গোপাল ঘোষ, সম্পাদক হেমন্ত রায়, লক্ষ্মণ কর্মকার সর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শনিবার সকালে মেলা উপলক্ষ্যে একটি হেরিটেজ ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের কিউরেটর দীপককুমার বড়পন্ডা, অধ্যাপক সঞ্জিত জোরদার এবং মেলায় উপস্থিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদক ও লেখকরা। ৩দিন ধরে থাকবে পত্রপত্রিকা ও হস্তশিল্পের প্রচুর স্টল, নাচ, গান, বক্তৃতা এবং মনোগ্রাহী আলোচনা।

গুপ্তিপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির বলাগড়ে গুপ্তিপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আগামী ১০ জানুয়ারি উদযাপন করতে চলেছে বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের কিউরেটর ড. দীপককুমার বড়পন্ডা, অধ্যাপক সঞ্জিত জোরদার, বিধায়িকা অসীমা পাত্র, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অসীম কুমার মাজি, সাংবাদিক প্রণব গুহ, টিচার ইনচার্জ পূর্ণিমা দাসপোদ্দার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও উপস্থিত থাকছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীবৃন্দ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের কর্ণধার সুব্রত মণ্ডল জানান, কয়েকদিন ধরে উৎসব চলবে। থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, বিতর্ক। উল্লেখ্য, গুপ্তিপাড়ার মতো প্রাচীন জনপদে এই বিদ্যালয় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ধান কাটা মেশিনের দাপটে কাজ হারানোর পথে খেতমজুররা

অভিক মিত্র : একদিকে কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি অন্যদিকে, কৃষিতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাজ হারাচ্ছে কৃষি শ্রমিক বা খেতমজুররা। এই সুযোগে এক শ্রেণির অসাধু ধনী কৃষক, গরিব ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বিগুন শোষণ করছে ফলে গ্রামীণ এলাকায় কৃষিতে নতুন প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বীরভূম জেলার ১৯টি ব্লকের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল মালভূমি এলাকা, ভৌগোলিক অবস্থান পশ্চিমের উঁচু নীচু লালমাটি ও পূর্বে দোঁয়াশ সমতল ভূমি। আধুনিক যন্ত্রের ব্যাবহার করে অসেচ এলাকায় পাথর কেটে সাবমার্সেবল বসাচ্ছে ধনী কৃষকরা। জেলা কৃষি দপ্তরসুত্রে জানা গেছে, জেলায় ২ লক্ষ ৯১ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ ও আমন চাষ হয়। এছাড়াও কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে শাকসবজী চাষ হয়। অনেক গরিব মাঝারি কৃষক ও পাট্টাদাররা অভিযোগ, '২০২১ সালে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ৮০ শতাংশ জমি পতিত ছিল। এর প্রভাব পড়ে ২০২২ সালে। অনেক গরিব মানুষের আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। সেইবছর আংশিক জমিতে চাষাবাদ হয়। বর্ষা ও খরায় চাষের সময় সাবমর্সেবলের মালিকরা চড়া হারে জল বিক্রি করে ট্রাক্টরের ভাড়া বাড়িয়ে দেয়। এদিকে চড়া দরে আমাদের সার ও কীটনাশক কিনতে হয় ফলে আমরা শোষনের শিকার হই। ২০২৪ সালে দেরীতে বৃষ্টি হলেও জেলাজুড়ে ভালো ধান ভালো হয় কিন্তু অক্টোবর মাসে দানার প্রভাবে জেলার অনেক ব্লকের জমির ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষি বীমার জন্য কৃষকরা আবেদন করলেও সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা বীমার টাকা পাইনি।' জেলার খেতমজুররা অভিযোগ করে বলে, তিনবছর ধরে এলাকায় কোনো কাজ নেই। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রয়েছে ফলে জেলার ১৯টি ব্লকের যারা গরিব খেতমজুর তারা গ্রাম উজার করে কেউ ইটভাটা কেউবা ভিন জেলা ও অন্য রাজ্যে পরিযায়ি শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যায়। ফলে গ্রাম এলাকায় দেখা দেয় খেতমজুরের অভাব। ফলে যারা ধনী ও মাঝারি কৃষক তারা ধান কাটা মেশিনে ধান কেটে মেড়ে ঘরে তোলেন কিন্তু যারা গরিব কৃষক তারা নিজেরাই ধান কাটে। এখনো অনেক ব্লকে ধান কাটার কাজ চলছে মেশিনে।' সারাভারত কৃষক সভার জেলার নেতা ভরত পাল ও অরূপ বাগ বলেন, 'এইসব সমস্যা নিয়ে আমরা বহুবার জেলা প্রশাসনে ডেপুটেশন দিলেও এর কোনো সুরাহা হয়নি।'

বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবারের হাতে চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি , সুন্দরবন : বাঘের কামড়ে মৃত পরিবারের হাতে চেক তুলে দিলেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা। ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের বন দপ্তরের রামগঙ্গা রেঞ্জার অফিসের উদ্যোগে বিধায়ক সমীর কুমার জানার হাত দিয়ে বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। ২০২৩ জুলাই মাসে আর্থিক অনটনের কারণে নামখানা নারায়ণপুর থেকে মৃত অন্বেশ্বর ফকির স্ত্রী ভগবতী ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে রামগঙ্গা রেঞ্জের কলস দ্বীপের চুলকাঠি জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায়। স্বামী স্ত্রী যখন নৌকা নিয়ে বিশ্রাম করছিল তখন অতর্কিতে বাঘ এসে অন্বেশ্বরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর মৃতদেহ উদ্ধার করে বনদপ্তরের লোকজন। বর্তমানে স্ত্রী ভগবতী ফকির এবং তিন ছেলে আর্থিক অনটনের মধ্যে ভুগছিল। তাই সরকারি ঘোষণা মত রবিবার শেখ কবির হোসেন, সমীর কুমার জানা সহ সভাপতির উপস্থিতিতে তাদের হাতে আর্থিক চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন বিধায়ক এবং রেঞ্জার জঙ্গলে যাওয়া নিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে বলেন নিষিদ্ধ কোন জঙ্গলের কাছে মাছ কাঁকড়া ধরতে যাওয়া বেআইনি, বৈধ পাস নিয়ে যাওয়া উচিত। কয়েকদিনের মধ্যে তাদের পরিবারের কারোর চাকরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ও এদিন জানান রেঞ্জার।

হুগলি নদীতে তলিয়ে গেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ ডিসেম্বর সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি ব্লকের বেলপুকুর অঞ্চলের পহেলা নম্বর নদীর ধারে ৮ থেকে ১০ জনের একটি বন্ধুদের দল পিকনিক করতে এসেছিল। তাদের মধ্যেই তিন থেকে চারজন বন্ধু হুগলি নদীতে স্নান করতে নামে। হঠাৎ করে নদী থেকে একটি বড় জাহাজ যাওয়ায় উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে ওই চার বন্ধুর মধ্যে তিনজন উপরে উঠে আসতে সক্ষম হলেও একজন উত্তাল ঢেউয়ে তলিয়ে যায় নদীতে। জানা যায় নিখোঁজ ওই যুবক কুলপি ব্লকের নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা সত্যজিৎ মণ্ডল, বয়স ১৮। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুলপি থানার পুলিশ। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে খোঁজ চালানো হলেও এখনো পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বছরের প্রথম দিনে কুলতলির কৈখালী, কেল্লা সহ একাধিক এলাকায় পিকনিক ও বেড়ানোর জন্য ছিল মানুষের ঢল। বিকালে কুলতলি থেকে ফেরার পথে ভবানীমারির মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১টি মোটরবাইক বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মেরে রাস্তায় পড়ে যায়। মোটরবাইকে থাকা ৩ যুবক অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বকুলতলা থানার পুলিশ এসে ওই ৩ যুবককে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতেরা হল রাজকুমার হালদার (২৭), গোপেশ্বর হালদার (২৬) ও বিশ্ব নস্কর (২৩)। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বকুলতলা থানার মর্গে রেখেছে। বৃহস্পতিবার মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নব্য নিযুক্ত প্রধানদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: বিহারের পাটনার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নব্য নিযুক্ত প্রধানদের প্রশিক্ষণ হল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধীনে ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় রয়েছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। এইভাবে সারা দেশে ৭৩১টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। এদের কাজ মুলত কৃষি সংক্রান্ত উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কাজের নিরিখে কিছু কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় সরকার 'সর্বশ্রেষ্ঠ কেভিকে' তকমা দিয়ে থাকে, এই রকম বেস্ট কেভিকের শিরোপা পায় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। তাই অনান্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধানদের প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল নিমপীঠের এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে। আই.সি.এ.আর এর পাটনা জোনের ৬ জন নব্য নিযুক্তকে ভি কে প্রধানদের নিয়ে এইরকম একটি ১০দিনের প্রশিক্ষণ শিবির সোমবার শেষ হয় যা শুরু হয়েছিল ১৪ডিসেম্বর। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আইসিএআর এর বিভিন্ন প্রকল্প কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও দেখানো হয় এই কয়েকদিনে। নিমপীঠ কেভিকের ল্যান্ড শেপিং প্রযুক্তি, তুলো চাষ, মাগুর মাছের হ্যাচারি সহ একাধিক কাজ দেখে আগত অতিথিরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সোমবার অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে নিমপীঠ কেভিকের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড: চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন,'আইসিএআর আমাদের কেভিকে কে এই প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়ায় আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। আমরা এই ৬ জন অতিথিকে আমাদের সমস্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করতে পেরেছি এবং আশা করি নিমপীঠের এই প্রযুক্তি বিহারের গ্রামে পৌঁছে চাষিদের কৃষি কাজে উৎসাহিত করবে। যা আগামীদিনে কৃষকদের উপকার হবে।

শিলিগুড়িতে কল্পতরু উৎসব

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: প্রতিবছরের ন্যায় পয়লা জানুয়ারি ২০২৫ শিলিগুড়ি আনন্দময় কালীবাড়িতে পালিত হল কল্পতরু উৎসব। পহেলা জানুয়ারি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কল্পতরু উৎসব পালন করা হয়। আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগ্রত ভক্তদের কাছে এটি একটি পূন্য দিবস মানা হয় এই আনন্দময়ী কালী মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন অগণিত ভক্ত। পাশাপাশি দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়।

নদীর চরে মিলল বিশালাকার তিমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : পিকনিক নয় বিশাল আকৃতির তিমি মাছ দেখতে নদীর চরে ভিড় মানুষের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পহেলা জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঘোড়ামারা দ্বীপের বাগপাড়া গ্রামের নদীর চরে হঠাৎ দেখা যায় একটি বিশাল আকৃতির তিমি মাছ। মাছ দেখতে ভিড় জমায় গ্রামের বহু মানুষ। স্থানীয় মানুষজনেরা হাত লাগিয়ে সাহায্য করে যাতে মাছটি ফিরে যেতে পারে নদীতে। বেশ কিছু সময় পর মাছটি ফিরে যায়। সেই দৃশ্য দেখার জন্য মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

ইউএসজিতে ভোগান্তি রোগীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইউএসজি (আল্ট্রাসনোগ্রাফি) বিভাগে ৫ মাসেরও বেশি সময় অপেক্ষা করে রোগীরা নির্ধারিত ডেটের জন্য অপেক্ষায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে। প্রতিদিন গড়ে ২০০র বেশি ইউএসজি পরীক্ষা করা হয় কিন্তু সেখানে রয়েছে একটিমাত্র মেশিন এবং তিনজন চিকিৎসক। ফলে অসন্তোষ বাড়ছে রোগীদের মধ্যে। এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে দালালরা। হাসপাতালের বাইরে ইউএসজি করালে রোগী পিছু ২৫০-৩০০ টাকা কমিশন মেলে দালালদের। যদিও এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শোভন দে।

পুরনো বোতলে নতুন মদ

প্রথম পাতার পর

এক ইলেকট্রনিক্স গণমাধ্যমে সম্প্রতি তিনি বলেন, এই যে সারা দেশ জুড়ে ইদানীং একটা আওয়াজ ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে, এক দেশ এক ভোট, এটা কিন্তু এর আগেও লাগু ছিল আমাদের দেশে। টানা পনেরো বছর ধরে। এই তথ্যটা আমরা কোথাও গুলিয়ে ফেলছি আজকাল। তবে এই নীতি প্রণয়নটা একটা গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনার জন্য খুব সহায়ক। আসলে সাম্প্রতিকতম এক দেশ এক ভোট ব্র্যান্ড হলো প্রকৃতপক্ষে পুরোনো বোতলে নতুন মদ-এর ন্যায় দেশব্যাপী এক ককটেলীয় নির্বাচনী এজেন্ডা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এই এক দেশ এক ভোট ইস্যু নিয়ে প্রথম ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল ১৯৫০ সালে। তবে এই ইস্যুটি নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বলেই একাংশ ইতিহাসবিদদের ধারণা। বরং তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক কালের মতো তদানীন্তন সময়ে এই ইস্যুর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা প্রণয়ন করার মতো ভিন্ন ভাবনার অবকাশও ছিল না। ফলে এক দেশ এক ভোট তখন আপনাআপনিই অবধারিত হয়ে ওঠে দেশ ব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার তাড়নায়। ফলে প্রত্যাশিত স্বাভাবিক নিয়মেই দেশবরেণ্য চিন্তাবিদ ডা. বীর সাভারকার ও ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডা. বি আর আম্বেদকর সহ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই নীতি ভারতে সর্বপ্রথম লাগু হয়েছিল ১৯৫২ সালে। টানা পনেরো বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই নির্বাচনী বিধির কোনও প্রকার অন্যথা ঘটেনি। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে ১৯৬৮ সাল থেকে সারা দেশের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক ডামাডোল আরম্ভ হয়। একাধিক রাজ্যে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে লাগু করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১৯৭০ সালে লোকসভাও ভেঙে দেন ইন্দিরা গান্ধী। তারই ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হয় ভারতবাসীকে। সুতরাং পিতা জওহরলাল নেহেরুর আমলে ১৯৫২ সালে এক দেশ এক ভোট নীতি ভারতের সংবিধানে প্রথমবারের মতো দিনের আলো দেখলেও কন্যা ইন্দিরা গান্ধী হাত ধরে সেই বিধির কফিনে তখনকার মতো পেরেকটি গেঁথে দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৭ সালে।

কি অদ্ভুত সমাপতন। যখন ভারতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক দেশ এক ভোট নীতিকে কার্যত হিমঘরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তাঁকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেই সময়কার ভারতীয় বিরোধী শিবির। পুনরায় বর্তমান কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এক দেশ এক ভোট বিলটি পেশ করলে তাতে গত ১৭ ডিসেম্বর ২৬৯ জন সাংসদ স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ১৯৮ জন সংসদ সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নেন। আর তখনই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধকারীর তকমা সেঁটে দিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে তীব্র সমালোচনায় ব্যস্ত থাকলেন কংগ্রেসী শীর্ষ নেতৃত্ব সমেত প্রায় সমস্ত বিরোধীরা। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। এক দেশ এক ভোট, গুম হবার মুহূর্তেও বিরোধীরা চিৎকার করতে পিছপা হননি। আবার এর পুনঃ অক্সিজেন দানেও বিরোধীরা গলা ফাটাতে সবে মিলি করি কাজএ চরম তৎপর। আর বিরোধিতার স্লোগানও কিন্তু অদ্ভুত রকমের এক। তা হলো গণতন্ত্রের হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী নিপাত যাক। অর্থাৎ নীতিটা যখন এক দেশ এক ভোট তখন তার বিলীনেও গণতন্ত্র বিমুখতা দেখেন ভারতের বিরোধী নেতারা। আবার তার ফিরতি প্রতিষ্ঠাতেও গণতন্ত্রের শত্রুতা উপলব্ধি করেন দেশীয় বিরোধী দলগুলো।

ভারতের এই এক দেশ এক ভোট কিসসার পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বের নিরিখে বহু গণতান্ত্রিক দেশে এই নীতি কিন্তু আজও যথেষ্ট জনপ্রিয়। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে, গণতান্ত্রিক এই বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার প্রথম প্রবক্তা হলেন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ব্যক্তিত্ব চার্লস ফক্স। আঠারোশো শতকের প্রায় শেষ দিকে এক দেশ এক ভোট করার ব্যাপারে তিনিই বিশ্বে প্রথম মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর এই মতামত অনুসরণ করে ১৮৬০-১৮৭০ সময়কালের মধ্যে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকার এহেন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম।

অতুলপ্রসাদ সেনের সেই কালজয়ী রচিত গান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান আজও কি আশ্চর্য রকমের প্রাসঙ্গিক। আসলে এটাই যে প্রকৃত ভারতবর্ষের চালচিত্র। গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চিরন্তনী ঐতিহ্য। আমাদের দেশের মধ্যে ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রয়েছে। এখানে ১২২টি প্রধান ভাষা সহ ১৫৯৯টি অন্যান্য ভাষা বিদ্যমান। বর্ণ রয়েছে ৬৪০০টি। ৬টি ধর্ম। জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যাও ৬টি। এখানে ৫১টি উৎসব পালন করা হয় মহা সমারোহে। যার মধ্যে ১৭টি জাতীয় স্তরে আর ৩৪টি আঞ্চলিক পর্যায়ে উদযাপন করা হয়। তাই তো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একদা আওয়াজ তুলেছিলেন, মেরা ভারত মহান। এই দেশ বহুত্ববাদের তন্ত্রে একাত্মতার মন্ত্রে দীক্ষিত। এই ভারত একাত্মতার সাধনে বহুত্ববাদের পালনেও শিক্ষিত। হয়তো দেশজ এই আত্মস্থ পরম্পরা ভাবনাকে আরও বলিষ্ঠ বুনিয়াদী করার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এক দেশ এক ভোট পুনরায় ভারতে লাগু করার ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের রাস্তায় হাঁটতে পুরোপুরি বদ্ধপরিকর। অবশ্যই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিক এই সরকারী পদক্ষেপের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিস্তর আলোচনার এবং প্রবল সমালোচনার তুফান বইছে দেশ জুড়ে। সেই কারণেই হয়তো সংশ্লিষ্ট বিলটি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন পেলেও তা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অতি সম্প্রতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদী সরকার এক দেশ এক ভোট বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছিল। অবশ্য সেই কমিটির তরফে গত বছরের ১৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে একটি পুর্নাঙ্গ রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয়। ১৮,০০০ পাতা সমৃদ্ধ মোট ৮ খন্ডের ওই রিপোর্টে দেশের সামগ্রিক লোকসভা ভোটের সঙ্গে সমস্ত প্রদেশের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সহ সবগুলো রাজ্যের বিধানসভা ভোটও একত্রে সম্পন্ন করার বিস্তারিত পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ওই রিপোর্টটি গত ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়ে যায় তৎপরতার সঙ্গে।

সুতরাং বিরোধী জোট গণতান্ত্রিক পরিসরে যতই বিরোধিতার সুর চড়া করুক না কেন এই মুহূর্তে এই ইস্যুতে সংসদের ট্রেজারি বেঞ্চ কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। এখন শুধু অপেক্ষার প্রহর গোনার কামডাউন শুরু, জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির অন্দরমহলে মোদী ম্যাজিক কতটা দ্রুত আর কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে, তা পরখ করার! কারণ ভারতের ১৪তম প্রধানমন্ত্রীর শ্যেনদৃষ্টি কিন্তু ঘুরেফিরে সেই সেই সেই ২০২৯...

অনুপ্রবেশ রোধে সিএএর দাবি

প্রথম পাতার পর

প্রশাসন যদি সক্রিয় হত, তা হলে এসব সম্ভব হত না। বাংলাদেশ থেকে এরাজ্যে এসে ওখানে মুসলমান, এখানে নামবদল করে হিন্দু নাম ভাঁড়িয়ে এখানে থেকে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের বিয়ে করে এখানে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদি করে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। এমনকী টাকার বিনিময়ে জন্ম শংসাপত্রও তারা বের করে নিচ্ছে। প্রশাসন কড়া নজরদারি করলে এসব সম্ভব হত না। এখনও প্রশাসন সর্তক না হলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গকে অখণ্ড রাখা সম্ভব হবে না। কারণ মুসলিম উগ্রপন্থীরা ইতিমধ্যেই কলকাতা দখলের হুঙ্কার দিয়েছে। এত স্পর্ধা তাদের হয় কি করে? নিশ্চয়ই প্রশাসনিক উদাসীনতা রয়েছে। কারণ সীমান্ত এলাকার এপাশ-ওপাশ সবই মুসলিম অধ্যুষিত। এছাড়া ভৌগোলিক অসুবিধার কারণে বহুক্ষেত্রে সীমান্ত উন্মুক্ত এবং অরক্ষিত। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেই এব্যাপারে সচেতন না হলে আগামীদিন যে বিপদজনক, এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।' তবে এই মুহূর্তে ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের সম্ভাবনা যে নেই এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত মহীতোষ বৈদ্য এবং বিমল মজুমদার উভয়েই। তাদের বক্তব্য, ভারত সরকার কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী।

এ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বর্তমানে রাজ্যে যে সরকার চলছে, সেই সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সদা সচেষ্ট। রাষ্ট্র মুক্তি বা দেশের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা নেই। বরং তারা বিরোধী দলের নেতৃত্বদের কীভাবে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো যায়, এব্যাপারে বেশি সচেষ্ট। এ সুযোগে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সহ জঙ্গি সংগঠনগুলি এরাজ্যে বসেই তারা বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ছক কষছে। এবং বিভিন্ন মডিউল তৈরি করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপের চেষ্টা চালাচ্ছে। অবৈধ মাদ্রাসার মাধ্যমে তারা যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছে। এমনকি এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন একপ্রকার উদাসীন। না হলে, অন্যা রাজ্যের পুলিশ এরাজ্যে এসে জঙ্গি ধরে নিয়ে যায় কি করে? এরাজ্যের পুলিশ তাদের খবর রাখেনা। এটা কীভাবে সম্ভব! আসলে ভোট সর্বস্ব রাজনীতি এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার মরীয়া প্রয়াসের জন্যই অনুপ্রবেশকারীরা এরাজ্যে এসে বৈধ কাগজপত্র বানিয়ে নিচ্ছে।আর তাদের এই কাজে সহযোগিতা করছে বিভিন্ন পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি।

অস্থায়ী ছাউনিতে আগুন

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গঙ্গাসাগর মেলার সময় মেলা অফিস চত্বরে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের থাকার জন্য অস্থায়ী হোগলার ছাউনি নির্মাণের কাজ চলছিল। মূলত এই হোগলা অত্যন্ত দাহ্য থাকার কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। অবশ্য কি কারণে আগুন লাগল তা তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে বড়োসড়ো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও স্থানীয় মানুষদের তৎপরতায় বড়সড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে বলে মনে করছে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। প্রসঙ্গত, এবার গঙ্গাসাগর মেলাকে সফল করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন, তাঁর সাগরে আসার আগেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রশাসনকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। মেলা অফিস সংলগ্ন জায়গায় যেখানে মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের উদ্ধর্তন আধিকারীকরা সভা সমিতি করেন। এমনকী এখানেই মেগা কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে কলকাতা থেকে সাগর দ্বীপ পর্যন্ত মেলাকে মনিটরিং করা হয়, সেইস্থানে অগ্নি সংযোগ অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। সামগ্রিক মেলার নিরাপত্তায় এবং তীর্থযাত্রীদের স্বার্থে মেলা প্রশাসনকে আরোও নজরদারি বাড়াতে হবে এবং তৎপর হতে হবে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বর্ষবরণ দাঁইহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : প্রতিবারের মতো এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাল দাঁইহাটবাসী। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী দেড় শতাধিক বছরের প্রাচীন শহর দাঁইহাটের পাতাইহাটে বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে দু'দিন ব্যাপী ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সেবা সংঘ। অর্ধ শতাধিক বছরের পুরনো সেবা সংঘের পরিচালনায় ৩০ ডিসেম্বর মশাল দৌড়ের মাধ্যমে বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয়েছিল। স্বেচ্ছায় রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ সহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, অতিথিবরণ, পুতুলনাচ, ম্যাজিক শো, আতশবাজি প্রদর্শন, নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল দু'দিন ব্যাপী বর্ষবরণ উৎসবের অঙ্গ। প্রথা মতো মধ্যরাতে বিশেষ সন্ধিক্ষণে আতশবাজি পুড়িয়ে ও সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের অন্তিম একটি পর্বে অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন দাঁইহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়, এলাকার প্রবীণ নাগরিক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রাধানাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্থানীয় বাসিন্দা, দেবজ্যোতি সরকার, কৌশিক মণ্ডল, সঞ্জয় মণ্ডল, প্রতিমা মাঝি, আলেক দফাদার প্রমুখ জানিয়েছেন, তাঁরা এই বর্ষবরণ উৎসবের জন্য সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। সংঘের সম্পাদক মিন্টু কাঞ্জিলাল বলেন, 'সেবা সংঘের পরিচালনায় বছরভর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে বর্ষবরণ উৎসব উদযাপন অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় আমাদের ক্লাবের বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণে মহকুমা শহর কাটোয়া সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ বছর শেষের সন্ধ্যায় উপস্থিত হওয়ায় আমাদের বর্ষবরণ উৎসব প্রাঙ্গনটি এবারও মুখরিত ছিল এবং কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ি, দাঁইহাট পৌরসভার পাশাপাশি জনগণ নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।'

বিজ্ঞাপন বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরের সমস্ত সরকারি, বেসরকারি সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং, রাস্তার নাম ইত্যাদি এবার থেকে বাংলায় লিখতে হবে। এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি করলো কলকাতা পৌরসংস্থা। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, বাংলা ভাষা 'ধ্রুপদী ভাষা'র স্বীকৃতি পাওয়ার পরই কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম শহরের সমস্ত সরকারি, বেসরকারি বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং বাংলায় লেখার নির্দেশ দেন। চাইলে কেউ অন্য ভাষায় লিখতেই পারে, কিন্তু সবার ওপরে বাংলা ভাষায় লিখতে হবে, তারপর অন্য ভাষায় লেখা যেতেই পারে। এবিষয়ে মহানাগরিকের মন্তব্য, 'আমি দেশের অন্য শহরে গিয়ে দেখেছি, রাস্তার বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিংগুলিতে সেই শহরের তথা রাজ্যের মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা এই নিয়ম আগে থেকেই কলকাতা পৌর এলাকায় চালু করেছে। এবার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছেও আবেদন করবো, তারা যাতে বাংলা ভাষাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে বিজ্ঞাপনের প্রথমে তা ব্যবহার করেন।' এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। শহরের অনেক দোকান ও রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ডে এখনও বাংলা লেখা নেই। এবার থেকে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা অবশ্যই রাখতে হবে। এই নিয়মশৃঙ্খলা কার্যকর করতে কলকাতা পৌরসংস্থা ও কলকাতা পুলিশ এক সঙ্গে কাজ করবে।'

কলকাতা পৌরসংস্থার সচিব স্বপন কুমার কুণ্ডু জানিয়েছেন, 'দোকান ও রেস্তোরাঁগুলির সাইনবোর্ডে বাংলা লেখা কার্যকর করতে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন ও লাইসেন্স দপ্তরের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশও এ বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে।

হুগলির ভাঙন রোধে নারকেল গাছ

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার দিকে হুগলি নদীর ভাঙন রোধে ইডেন গার্ডেনের পিছনদিকে ১৮৩০ সালে জানবাজারের বাবু রাজচন্দ্রের দ্বারা গ্রিক ডোরিক স্থাপত্যে গড়া বাবুঘাট থেকে দক্ষিণে জেমস প্রিন্সেপের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রিন্সেপঘাট পর্যন্ত অংশে ৪৩০টি নারকেল গাছ বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম মাস কয়েক আগে কলকাতা পৌরসংস্থার এই কর্মসূচির কথা বলতে গিয়ে বলেন, আগামীদিনে আমরা ১০হাজার নারকেল গাছ হুগলি নদীর পার বরাবর বসাবো। এর ফলে হুগলি নদীর পাড়ের সৌন্দর্যায়ণ যেমন বৃদ্ধি পাবে, একইভাবে কলকাতা আরও বেশি সবুজ হবে।

ইতিমধ্যেই বাজে কদমতলা ঘাটের বামদিক থেকে সোজা প্রিন্সেপ ঘাট সংলগ্ন দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের নীচ পর্যন্ত হুগলি নদীর তীরবর্তী অংশে ছোটও

আকারের নারকেল গাছ বসানোর কাজ চলছে। প্রথম দফায় প্রায় ৩৫০টি এবং দ্বিতীয় দফায় ৭০টি গাছ বসানো হয়েছে। অন্যান্য গাছের বদলে নারকেল গাছ কেন বসানো হচ্ছে? নদীর ভাঙন রুখতে নারকেল গাছ বিশেষভাবে উপযোগী। কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্ভিদবিদ সর্বাণী রায় জানায়, হুগলি নদীর তীরে মূলত গোবর্ধন প্রজাতির নারকেল গাছ বসানো হচ্ছে। কারণ, এই প্রজাতির নারকেল গাছের গোড়ায় জোয়ারের জল অনেক সময় ধরে থাকলেও গাছগুলির কোনও ক্ষতি হয় না। নোনা মাটিতে এই গাছের বেঁচে থাকার শতকরা হারও অনেক বেশি। কেরল রাজ্যে যে নারকেল গাছ আমরা দেখি, তা উচ্চতায় অনেক বেশি। আর আমরা এখানে যে নারকেল গাছ বসাচ্ছি, সেগুলির উচ্চতা এতোটা হবে না। তবে এগুলি অনেক তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। ফলও দ্রুত ধরে। নারকেল গাছের শিকড় মাটিকে ধরে রাখে ও মাটির অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। এই কারণে হুগলির ভাঙনও অনেক বেশি পরিমাণে আটকায় নারকেল গাছ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর কলকাতার হুগলি নদীর তীরস্থিত ১৮৫৭ সালে নির্মিত নিমতলা শ্মশানঘাট, ১৮৭৪ – ৭৫ সালে নির্মিত কাশীপুর শ্মশানঘাট এবং এই ঘাটের দক্ষিণস্থিত পুরনো দিনের পাতলা ইটের তৈরি ৩২টি থামের উপর দাঁড়িয়ে থাকা রতনবাবুর স্নানের ঘাট অংশে হুগলি নদীর তীরে বড়োসড়ো ভাঙন ধরেছে।

বার্তা

গুরুবাণী : তোমাদের চৈতন্য হউক, সমাধিস্থ হওয়ার ঠিক আগেই তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে এই বাণী ব্যবহার করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। আজকের সমাজেও ওই বাণীর গুরুত্ব এতটুকুও কমে নি।

ছবি : অভিজিৎ কর

শীতের আমেজ : শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা আদলে রাজারহাট নলেশ সিটিতে হয়ে গেল ২৫ বছরের এই মেলা। বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে ও জনসমাগমে জমে উঠেছিল এই মেলা। ছবি : অরুণ লোধ

জয়ধ্বনি : ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে একাধিক পুরস্কার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ছেলেমেয়েদের ছবি : উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

পথকুকুরদের খাওয়ানোয় নয়া নির্দেশকা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথকুকুরদের খাওয়ানো নিয়ে 'নির্দিষ্ট কার্যবিধি' (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) তৈরি করেছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর। এ বিষয়ে প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে কয়েকটি করে জায়গা চিহ্নিত করে দেবে আর নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গাতেই পশুপ্রেমী ও সাধারণ মানুষরা পথকুকুরদের খেতে দিতে পারবেন দিনে ২ বার সকাল ও সন্ধে ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে। পশুপ্রেমীদের ইচ্ছে মতো নয়, আর খাওয়ানো হয়ে গেলে খাবার দেওয়া জায়গাটি যিনি খাওয়ালেন, তাকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিতে হবে। নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে খাবার দিলে অন্যত্র অপরিচ্ছন্ন করলে শাস্তির বিধান থাকছে। কী কী খাবার পথকুকুরদের দেওয়া যাবে প্রকাশিত নির্দেশিকায় তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ভাত, রুটি, আলুসিদ্ধ, মাছ, মাংস, মাংসের ছাঁটও দেওয়া যেতে পারে। তবে নির্ধারিত জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পাত্রে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কোনওরকম মিষ্টি বা ভাজাভুজি জাতীয় খাবার দেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে সচেতনতা বাড়াতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জোরদার প্রচার চালাতে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। পাশাপাশি ওই নির্দেশিকায় সতর্ক করা হয়েছে, যাঁরা পথকুকুরদের খাবার দেবেন, তাদের কেউ বাধা দিতে বা হেনস্থা করতে পারবেন না। এরই সঙ্গে আইনগতভাবে সাধারণ যাঁরা পথকুকুরদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন, তাঁরাই পথকুকুরদের প্রেগনেন্ট হলে তাঁর সার্বিক পরিচর্যার দায়দায়িত্ব নেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তথ্য বলছে রাজ্যের মধ্যে কলকাতায় পথকুকুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কলকাতা পৌর এলাকায় পথকুকুরের সংখ্যা কমবেশি এক লক্ষ।

সিঁথিতে রক্তদান শিবির

হীরালাল চন্দ্র: গত ২৯ ডিসেম্বর সকালে ৮/১বি, সেন্টার সিঁথি রোডের জুনিয়ার প্রাইমার স্কুলে 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের'মুক্তি সংঘের উদ্যোগের সংস্থার সহ সভাপতি রসিকেন্দ্র সরকারের সুষ্ঠ পরিচালনায়, দেবপ্রসাদ দাসের সুন্দর সঞ্চালনায়, দেবাশীষ পাল ও চঞ্চল ভট্টাচার্যের যুগ্ম আহব্বানে ও সাধনকুমার ঘোষের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৪০তম বর্ষ 'স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির'সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। মোট ৩৭জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। সংস্থার জন সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন বিশিষ্ট অতিথি প্রাক্তন বিধায়িকা মালা সাহা, ডাক্তার কল্যাণ ব্যানার্জী, ডাক্তার সংঘমিত্রা চ্যাটার্জী প্রমুখ। সপ্তাহে একদিন বিনামূল্যে রুগীদের চিকিৎসা করেন ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, ডাক্তার অমিতাভ বিশ্বাস, ডাক্তার কৌশিক পাল ও ডাক্তার সংঘমিত্রা চ্যাটার্জী এছাড়াও ন্যূনতম ব্যয়ে দিবারাত্রি অ্যাম্বুলেন্স, অক্সিজেন পরিষেবা ও ইসিজি করানো হয়।

সুরে–কথায় অব্যয় স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিংবদন্তি সঙ্গীতগুরু সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য ও স্বদেশ–সঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী সবিতাব্রত দত্ত ঘরানার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র শিল্পী অব্যয় চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিভা, তাঁর সাঙ্গীতিক গভীরতা,অগ্রজ গুণী শিল্পীদের সান্নিধ্যে তাঁর অবনত বিনয়, কোনোটিরই কোনোভাবেই মূল্যায়ন হয়নি। এমনই দাবি বঞ্চিত এই বড়োমাপের শিল্পীর পরিচিত সঙ্গীত মহলের অনেকেরই। ১ ডিসেম্বর তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে প্রগতির কর্ণধার শৈবাল চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রয়াসে নলিনী গুহ সভাগৃহে করা হয় এক স্মরণসভার আয়োজন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি নিরলস, নিবেদিতপ্রাণ এক শিল্পী অব্যয় ছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের পুরোধা পুরুষ। তাঁর প্রতি স্নেহের টানে ও শ্রদ্ধা নিবেদনে এদিনের স্মরণসভায় ছুটে আসেন শিল্পীমহলের প্রবাদপ্রতিম সব গুণীজন সহ এই সময়ের এক ঝাঁক শিল্পী। সঙ্গীতে অব্যয়–স্মরণ করেন দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মতোষ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী কর্মকার, চিন্ময় আদক, চন্দ্রা মহালানবীশ, সচ্চিদানন্দ ঘোষ, অজয় ঘোষ, আশীষ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণপ্রসাদ বেরা, সৌরভ মিত্র মুস্তাফি, চিত্তরঞ্জন সরকার, সীমা ঘোষ, শ্যামলী মজুমদার, সুপর্ণা দাস, দীপ্তি গুহ ও মহুয়া দাস। শিল্পী অব্যয় চট্টোপাধ্যায়কে দীর্ঘদিন সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত পরিসরে পাওয়ার অভিজ্ঞতা কথনে ও কবিতায় স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠেন সাধন বাগচী, অমর সেন, তাপস নাগ, অশোক ভদ্র, সরোজ ঘোষ, দেবাশীষ কুমার বসু, কৃষ্ণপ্রসাদ বেরা, আশীষ রায় ও প্রদীপ দাস। বেহালার সুরে চিন্ময় মহান্তি ও তবলাবাদনে শিল্পীর সকল সময়ের বন্ধু অজিত ভদ্র স্মরণ করেন অব্যয়কে। সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে ছিল গীত ও রবি, ফুল্লরা এবং সুরসপ্তক। আর শ্রদ্ধাঞ্জলির এই ভাবগম্ভীর পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে চৈতালি মল্লিকের সুনিপুণ সঞ্চালনায়।

হেরিটেজ ভবন সংরক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ভবনকে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের অনুমোদন মেনে কলকাতা পৌরসংস্থা গ্রেড দেয়। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি আমাদের গর্ব। এগুলি সংরক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব। কলকাতা পৌরসংস্থা হেরিটেজ কমিটি ও রাজ্য হেরিটেজ কমিশন খুব ভালো কাজ করছে। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে ঐতিত্যবাহী ভবনগুলিতে নীল রঙের ফলক লাগানো হবে। কলকাতায় এখন বিভিন্ন গ্রেডের ১,৩৯২টি হেরিটেজ বাড়ি আছে। বেশ কিছু ভবনে এমন ফলক ইতিমধ্যেই লাগানো হয়ে গিয়েছে। গ্রেডেশনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিবেশের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। আবার বাড়িগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকায় বিশিষ্টজনের মতামতও নেওয়া হচ্ছে।' কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষ ধবল জৈন বলেন, 'কলকাতায় ঐতিহাসিক অনেক বাড়ি আছে, যেগুলি দেখার মতো। এই বাড়িগুলির ক্ষেত্রে আমরা মাল্টিপল ক্রাইটেরিয়া ডিভিশন তৈরি করেছি। এ–বিষয়ে শিবপুর বি ই কলেজের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপকদেরও মতামত নেওয়া হচ্ছে?

সেন্ট জর্জেস চার্চে বড়দিন ও বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ ডিসেম্বর বড়দিন উৎসব ও ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণ উৎসব সেন্ট জার্জেস চার্চে ৩৮বি আনন্দ পালিত রোড কলকাতা ৭০০০১৪ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর রাত ১১–৩০ থেকে বিশেষ উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ৩১ ডিসেম্বর ১১–৩০ থেকে বর্ষবরণ উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর মানুষজন এই বিশেষ প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। চার্চের ভিতর প্রভু যীশুর জন্মমুহূর্ত সাজানো হয় ও সমগ্র চার্চে অলোক মালায় সজ্জিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফাদার গৌরাঙ্গ হালদার। তিনি আগামী ২০২৫ সকলে ভালো থাকুক এই আর্শীব্বাদ প্রদান করেন।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

প্রত্যন্ত সুন্দরবনে শিক্ষার আলোক বিস্তারে অগ্রণী সাগরের খানসাহেব আবাদ উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

সৌরভ নস্কর

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ দ্বীপাঞ্চলে গ্রামভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ে। প্রথম দিকে প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী স্কুল এবং তার বছর কয়েকের মধ্যে জুনিয়র হাইস্কুল গড়ে তোলা হয়। পাঁচের দশকের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার উচ্ছল সেই দিনগুলিতে সুন্দরবনের বৃহত্তম জনবসতিপূর্ণ দ্বীপভূমি সাগরদ্বীপে যে ৮–১০টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তাদের অন্যতম খানসাহেব আবাদ জুনিয়র হাইস্কুল (১৯৫২) যা ক্রমে হাইস্কুল (১৯৭৮) ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (২০০০) সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

শুরুতে মাত্র ২০জন ছাত্র নিয়ে পথচলা শুরু। খানসাহেব আবাদ জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় ডাঃ গুণধর মণ্ডল ও তদানীন্তন বিধায়ক স্বর্গত হরিপদ বাগুলীর বিশেষ উদ্যোগে এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্রমশ এতদঞ্চলের ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের মধ্যেও মৌলিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। বাড়তে থাকে পড়ুয়াদের সংখ্যা। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো বৃদ্ধি পায়। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যানুযায়ী নতুন নতুন শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বর্তমানে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৪০০। শিক্ষক– শিক্ষিকার সংখ্যা ২০। ১জন কম্পিউটার প্রশিক্ষক ও মাত্র একজন দপ্তরি কর্মরত। ৭টি শিক্ষাকপদ, ২টি করণিকপদ ও ৩টি শিক্ষাকর্মীপদ শূন্য রয়েছে। ফলে দৈনন্দিন পঠনপাঠন পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটছে। তাই বর্তমান শূন্যপদগুলি আশু পূরণ করা জরুরি। আংশিক সময়ের সাম্মানিক শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পঠন– পাঠনের অচলাবস্থা মোকাবিলা করতে গিয়ে বড় আর্থিক ধাক্কার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সরকারিভাবে যে বার্ষিক কম্পোজিট গ্রান্ট (১ লক্ষ টাকার) বরাদ্দ হত এই শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে চলল তবুও তা পাওয়া গেল না।

শিক্ষানুরাগী অভিভাবক, এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাক্তনী ও শুভানুধ্যায়ীগণের সহযোগিতায় বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও শিক্ষকমণ্ডলীর যৌথ প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত। সুদীর্ঘ ৭ দশকেরও বেশি সময় ধরে এই বিদ্যালয়, শুধু সাগরদ্বীপ নয়, পাশাপাশি ব্লক ও মহকুমা এবং ৫–৬টি জেলার অসংখ্য শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার মন্ত্রে দীক্ষিত করে চলেছে।

২০০৯ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখা চালু হয়েছে। প্রতি বছর ৫ম শ্রেণিতে ১৫০ জন ও একাদশ শ্রেণিতে ২০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার প্রায় ১০০ শতাংশ। অষ্টম শ্রেণির ন্যাশনাল মীনস–কাম–মেরিট পরীক্ষায়ও প্রতি বছর গড়ে ৭–৮ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী ৪ বছর ধরে প্রত্যেকেই মাসিক ১ হাজার টাকার স্কলারশিপ পায়।

বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জয়দেব দাস ২০০৫ সালে এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি বলেন, সাগর ব্লকের মধ্যস্থলে রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন খানসাহেব আবাদ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী আরো প্রায় ৮–১০টি গ্রাম থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়াশোনা করে। এখানকার বিশেষত্ব হল

পঠনপাঠনের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। বিদ্যালয়ের সায়েন্স ল্যাবগুলি সুসজ্জিত। আই.সি.টি কম্পিউটার ল্যাবে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত কম্পিউটার শেখার ক্লাস চলে। তবে এর জন্য কোনও খরচ লাগে না। বিদ্যালয়–সংযুক্ত গুণধর মণ্ডল ছাত্রাবাস ও কমলিনী মণ্ডল ছাত্রীনিবাসে প্রায় ২০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর থাকার সুব্যবস্থা আছে। তপশিলি ছাত্রছাত্রীরা এখানে সরকারি অনুদানে থেকে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী এখানে নামমাত্র খরচে থেকে পড়াশোনা করার সুবিধা পায়। এদের দেখাশোনা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবা দানের জন্য ১০ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।

'কানাডায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব পুলিশ অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ সালের হাইজাম্পে সোনা, লং জাম্পে রূপো ও ট্রিপল–জাম্পে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী জাতীয় অ্যাথলেটিক রাজেশ্বরী দাস এই বিদ্যালয়ের কৃতী প্রাক্তন ছাত্রী। আরো বহু ছাত্রছাত্রীর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক্তনী বাপ্পা সর্দার ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র দলের খেলোয়াড়, অর্পণ গুচ্ছাইত জাতীয় স্তরের কবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, গৌতমী হাঁসদা ও নয়মী মুর্মু মহিলা ফুটবলে বাংলা দলে খেলার সুযোগ পায়। গৌতমী এখন মুম্বাইয়ের মেমেন ডি–সুজা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণরত।

আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বরাবর প্রশংসনীয় ফলাফল করে আসছে। বিদ্যালয় ২০১৪ সালে সর্বশিক্ষা মিশন থেকে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার লাভ করে। প্রধান শিক্ষক জয়দেববাবু ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া শিক্ষারত্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আগামী দিনে ২০২৭ সালে বিদ্যালয়ের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানা গেল। প্রাক্তনী সংসদ গঠন, প্লাটিনাম জুবিলি স্মারক ভবন নির্মাণ, দুঃস্থ ছাত্র তহবিল গঠন, আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শিক্ষামূলক সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা শোনালেন উদ্যোগী প্রধান শিক্ষক।

নানান সমস্যার মধ্যেও বিদ্যালয়ের সদর্থক দিকগুলি এই প্রতিবেদকের নজর এড়ায়নি। সম্প্রতি বিদ্যালয়ে জেলা অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের দেওয়া ২টি স্মার্ট বোর্ড বসানো হয়েছে। চক–অ্যান্ড–টক মেথোড থেকে বেরিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে এই স্মার্ট ক্লাসরুমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র গ্রন্থাগারে আলমারী ভর্তি বই আছে। আছেন একজন অস্থায়ী গ্রন্থাগারিকও। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর প্রায়োজনে একটি ক্যান্টিনও চালু হয়েছে। বিদ্যালয়ে মিড–ডে মিল পরিবেশনের জন্য একটি বৃহদায়তন ডাইনিং হলও নির্মিত হয়েছে। অনুষ্ঠান ও পঠনপাঠনের প্রয়োজনে গড়ে উঠছে একটি মাল্টিপারপাস হলঘর।

বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের পরিবেশ বড়ই মনোরম। এই বিদ্যালয়ের বহু প্রাক্তনী জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এখানকার একসময়ের ছাত্র শ্রীকণককান্তি পড়্যা জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, শ্রীশান্তি রায়চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত ডব্লিউ.বি.সি.এস অফিসার, বাদল কুমার পাত্র জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে কর্মরত, শুভঙ্কর দত্ত ই.ডি. দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক।

‘‘হামটি ডামটি’’

প্রযোজনা
নবাঙ্কুর(মুখার্জী পাড়া লেন)
রচনা ও নির্দেশনা
শান্তনু চক্রবর্তী।

আলোচক কৃষ্ণচন্দ্র দে

প্রথমেই বলি অসামান্য রচনা অনবদ্য স্ক্রীপট ও তার প্রয়োগ। শান্তনু অনেক দিন ধরেই কচি কাঁচাদের নিয়ে কাজ করে চলেছে সফল ভাবেই। ওর দলে অনেক টেলেন্টেড শিশু শিল্পী সদস্য হয়ে আছে। তাদের সকলকে নিয়ে শান্তনু প্রায় অসাধ্য সাধন করে চলেছে। যতটুকু শুনেছি শিশু শিল্পীদের অভিভাবকেরা ও শান্তনুর প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান।

এই নতুন প্রযোজনাটি ও প্রায় নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। অভিনব প্রয়াস সন্দেহ নেই। বিষয়টি ও অভিনব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা সংক্ষেপে AI(এ-আই)। এই বিষয়টি বর্তমানে প্রচুর আলোচ্য বহুবির্তকিত একটা জটিল সাবজেক্ট। বর্তমানে এর প্রভাব সুদূর প্রাসারি হতে চলেছে। এর স্বপক্ষে বিপক্ষে বহু মতামত বহুবাদ প্রতিবাদ এমন কি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত দায়ের হয়েছে। শুধু তাই নয় এর উপর নির্ভর করতে করতে স্বাভাবিক ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা হারাচ্ছি আমরা। যন্ত্রের মতো বুদ্ধিমান না হতে পারার জন্য, ভাত রুটি হারানো মানুষের বেদনা কোনওদিন বুঝবেনা এ.আই। সর্বগ্রাসী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে মানুষের অস্ত্র শুধু আবেগ। প্রশ্ন জাগে কোন পরিণীতির দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা? কতদিন সইবে মানুষ এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দস্যিপনা। অতি সাম্প্রতিক আর্ন্তজাতিক সমীক্ষা বলেছে এর ব্যবহার দৈনিক ১ঘণ্টা করে সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে আমাদের। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ৭৫ মিনিট, প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে ৫২ মিনিট। প্রায় ২১ শতাংশ মানুষ নিজেকে আরও বেশি উজার করে দিচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে, ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম-টুইটার-এক্স হ্যান্ডেলে। অথবা চাকরি পাওয়ার আগে সি.ভি আপডেট করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। বুঝে যাচ্ছেন সংস্থায় তাদের প্রয়োজন ক্রমশ ফুরিয়ে এল বলে। এর দুষ্ট প্রভাব খেটে খাওয়া মানুষের ওপর আছড়ে পড়বে। আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে ৪০ শতাংশ চাকুরিরত এর ফলে ক্ষতি গ্রস্থ হবেন। গোল্ডম্যান স্যাকস এর রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় তিরিশ কোটি মানুষের কাজ গিলে নেবে এ.আই। এ.আই হল কম্পিউটার সিস্টেম বা যন্ত্রের সেই ক্ষমতা যার মাধ্যমে তারা মানুষের মতো চিন্তা করতে, শিখতে এবং নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার সায়েন্স, ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লারনিং এর একটি শাখা। এটি এমন একটি প্রযুক্তি, যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির কার্যকলাপ, যথা শেখা যৌক্তিক চিন্তা, সমস্যার সমাধান, ভাষাবোঝা ছবি ও ভিডিয়ো বিশ্লেষন করে বুঝতে পারা। প্রায় বিনা পয়সায় মিলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বেশ কিছ অ্যাপ। মোবাইলে ডাউনলোড করে নিলেই কিস্তিমাত। আমরা অচিরেই সর্বজান্তা ও সর্বজ্ঞানী।

শুধু একটাই প্রস্ন জাগে যে রোবট বা কম্পিউটার মানুষেরই মস্তিষ্ক প্রসূত, কোনটার দাম বেশি? মানুষ না রোবট যন্ত্র? সুতরাং সাধু সাবধান। এইরকম একটা জটিল বিষয় কে কেন্দ্র করে শান্তনু দরদ দিয়ে কচিকাঁচাদের নিয়ে যে কাজটি করে দেখালো এইজন্য ওকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছিনা। অবশ্য এর আগেও ওর কাছ থেকে এইরকম শিক্ষা মূলক সামাজিক মূল্যবোধের নাটক উপহার পেয়েছি। সিলেবাসে নেই নাটকটির কথা একবার ভাবুন। প্রক্সিপ্রিয়া ও তার মা

কিছুতেই এ্যাঞ্জেল রোজ ও তার মা অঞ্জানাকে কোন ভাবে হারাতে পারছিল না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ইদুর দৌড় বাবা মায়েরাই তৈরী করেদেন, এবং তাদের সর্বনাশ করেন। তারাও এই দৌড়ে শামিল হয়ে একে অপরের বন্ধু হওয়ার বদলে শত্রু হয়ে ওঠে। এঞ্জেল রোজ এর একটা নাচের ভিডিয়ো কে এ.আই এর সাহায্যে এ্যাঞ্জেল রোজে এর সহপাঠি নগ্ন অবস্থা হয়েপড়ে অ্যাঞ্জেল রোজে এর পুরো পরিবার। তারপর পুলিশের তৎপরতায় সাইবার ক্রাইম অপরাধী ধরা পড়ে। তারপর জন্ম দিনটিও সুন্দরভাবে উদযাপিত হয়। অর্থাৎ সব যেন মধুরেণ সমাপয়েৎ। ওইদিন যোগেশ মাইম দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে এভাবে অপপ্রয়োগ করে আর্শীবাদকে অভিশাপে পর্ববসিত করে আসছে কিছু মানুষ তাদের তৈরি করে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়। ঘটনাটি ঘটে রোজ এর বার্থডে সেরিমনির ওই বিশেষ দিনটিতেই। এটা অনেক চক্রান্ত করেই তৈরি করা। ফলত বদনামের ভাগীদার আমরা অচিরেই বড় কাঙাল হয়ে যাব। আমাদের ভাবি প্রজন্ম যাতে মুক্ত বাতাসে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারে, পৃথিবীটা যাতে বাসযোগ্য হয়ে ওঠে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এই কাজ আমাদের করে যেতেই হবে। শান্তনু সেই বার্তাই দিতে চেয়েছে। অত্যন্ত পরিণত ভাবনা, দৃষ্টিনন্দন প্রয়োগ ও অভিনব বিষয় নির্বাচন। আমি নিশ্চিত এর আগে অন্য কোনও দল এই জটিল বিষয় নিয়ে নাটক ভেস্টেড ইনটারেষ্টের জন্য। এতে সমাজ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে এ কথাটা মানুষ কবে বুঝতে পারবে। যত তাড়াতাড়ি আমজনতা এটা বুঝতে পারবেন ততই সমাজের মঙ্গল সুনিশ্চিৎ হবে, নচেৎ করেননি।

অভিনয়ে- সমন্বিতা, শ্রেষ্ঠা, মৈনাক, দেবনিতা, সায়ন্তন, মৌমিতা, অর্পিতা, সায়ন্তিকা, ঝুমা, প্রিয়াঞ্জিতা এবং শঙ্খিনাদ। আলোক সমপাতে বাবলু সরকার, আবহ প্রক্ষেপণ – অঙ্কন, মঞ্চসজ্জা- শান্তনুস্বয়ং। রচনা ও নির্দেশনায়- শান্তনু চক্রবর্তী। প্রযোজনা –নবাঙ্কুর মুখার্জীপাড়া লেন। নাটক ‘‘হামটি-ডামটি’’সব মিলিয়ে মিশিয়ে চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনা। নাটকটি আমাকে ভাবিয়েছে। যদি দু-একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত নৃত্যসহ দৃশ্যায়ন করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে। উপসংহারে দু চারটি কথা বলছি। শান্তনু তোর এই সৃষ্টি চেতনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুই এই কচিকাঁচাদের নিয়ে আরও সৃষ্টিশীল কাজে মগ্ন হয়ে থাক। তোর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। তুই ভাল থাকিস। প্রত্যেক শিল্পীই বেশ ভাল অভিনয় করেছে। ঝুমা ভৌমিক এবং মৌমিতা দক্ষশিল্পী। কচিকাঁচারাও বেশ সপ্রতিভ।

থিয়েটারকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতেই হবে। কোনও সরকারের তরফদারী করার জন্য থিয়েটার নয়, থিয়েটার শুধু শিল্পীকলা ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। থিয়েটার যেদিন আত্মরক্ষার বর্ম খুঁজে বেড়াবে সেদিন তার মৃত্যু ঘটবে। থিয়েটারে লড়াইটা জারীরাখতেই হবে। কোন চাটুকারীতা থিয়েটারের দরকার হয়না। ভাবী প্রজন্মের স্বার্থে এই শিল্পীকলাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। সমস্যা আছে, তা থাকবেও, কিন্তু সমস্যা দুর্নিরোধ্য হতে পারে, তা একেবারেই অপ্রতিবোধ্য নয়। প্রত্যেক দলকেই স্মারক উত্তরীয় ও মিষ্টান্ন দিয়ে বরণ করা হয়।

বেলিয়াডাঙাপল্লী সেবা সমিতির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সামাজিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ বারাশতের বেলিয়াডাঙাপল্লী সেবা সমিতি। রবিবার তাদের উদ্যোগে দক্ষিণ বারাশতে রোটারি ক্লাব মেট্রো সিটির সহায়তায় শিশুদের পড়াশোনার সামগ্রী ও দুঃস্থদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের ভবেশ মহারাজ, রোটারি ক্লাব কলকাতা মেট্রো সিটির সম্পাদক দীপু মল্লিক, আই এস ড. পারিজাত দে, কলকাতা পুলিশের বরুণ হালদার, আয়োজক সংস্থার সভাপতি প্রদীপ পাত্র, সম্পাদক গৌতম মণ্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন শতাধিক স্কুল পড়ুয়া ও দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হয়। রোটারি ক্লাবের সম্পাদক দীপু মল্লিক বলেন, ‘এই ধরনের সমাজ কল্যাণ মূলক অনুষ্ঠানে সবসময় আমরা পাশে আছি। আমরা চাই সুন্দরবনের গরীব মানুষদের পাশে থেকে সবসময় কাজ করতে।’ আয়োজক সংস্থার সম্পাদক গৌতম মন্ডল বলেন, ‘আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করি। আর তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠান করা হল।’

ট্রাফিকের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ তাই চোখের যত্ন নেওয়া খুব প্রয়োজন। সেই তাগিদেই বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর সাব ট্রাফিকের উদ্যোগে সোমবার জয়নগর চক্ষু হসপিটালের সহায়তায় জয়নগর থানায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির হল। উদ্বোধন করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি ট্রাফিক গৌতম চ্যাটার্জী, টিআই প্রদীপ পাল, জয়নগর থানার আই সি পার্থসারথি পাল, জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি সুভাষ পাল সহ আরো অনেকে। এদিন এই শিবিরে পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন এবং চোখ পরীক্ষা করান। পুলিশের মানুষের পাশে থেকে প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি এই ধরনের কাজের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

চন্দননগরের চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুঁচুড়া শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত ২২ থেকে ২৬ ডিসেম্বর চন্দননগর অবনীন্দ্রনাথ আর্ট গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। এই চিত্র প্রদর্শনীতে ১৬ জন অঙ্কন শিল্পীর বিভিন্ন কাজ থাকে। যেমন কাঁথাস্টিচ, জল রং, ওয়েলপ্রিন্টিং, বাটিকের কাজ, টেরাকোটা, পেপার মোল্ডিং, প্রেন্টিংয়ের কাজ। প্রতিটি অসাধারণ ছবি, বাঁধানো রয়েছে। সংস্থার সম্পাদিকা শিল্পী সরকার রায় বলেন, ‘এবারে এই চিত্র প্রদর্শনী জাতীয় ও জনপ্রিয় কবি অরুণ চক্রবর্তীর স্মরণে রাখা হয়েছে। এই প্রদর্শনী অষ্টম বর্ষে পর্দাপণ করল। প্রথমদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী প্রদীপ সর। বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ এই চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখে রীতিমতো খাতা ডাইরিতে নোট করতে দেখা গিয়েছে।

বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্যকলা আকাদেমির বাংলা ভাষা প্রসার কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির আয়োজিত বাংলা ভাষা প্রসার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল হাওড়া উলুবেড়িয়া হাটগাছা বড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত, শ্রীমতি কৃষ্ণা পাত্র, যোগমায়া মণ্ডল, চামেলী দে, দ্বৈপায়ন দুয়ারী, সৌভিক ঘোষ সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। যৌথ উদ্যোগে ছিল বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমি অধিভুক্ত বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ড: অর্ণব দত্ত এবং ড: সহদেব দোলুই সহ বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমি ও পরিবারের যুগ্ম সম্পাদক, চঞ্চল মাইতি, বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির বোর্ড পরিচালক রঙ্গনা পাল, রাজেশ মণ্ডল, তন্ময় সাঁতরা, অতসী মণ্ডল, কবিতা ঘোষ, পূর্বাশা মিত্র। বাংলা ভাষার প্রসার লক্ষ্যে বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য আকাডেমির এই ধরনের উদ্যোগ প্রতি বছর নেওয়া হয়। প্রতিবছর আকাডেমি একটি বিদ্যালয় নির্বাচন করে সেখানেই এই কর্মসূচি পালন করা হয়। নতুন প্রজন্ম ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ

এবং উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এরকম কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এদিনে আকাডেমির পক্ষ হতে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বাংলা ভাষার উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। যেখানে বাংলা ভাষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ এবং তাদের মানবিক বিকাশের দিকটি লক্ষ্য রাখা হয়।

অনুষ্ঠানটিতে স্থান অর্জনকারী ছাত্র ও ছাত্রীদের ভাষা কৃতি সম্মাননা ও অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের ভাষা সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া এই কর্মসূচিতে সকল অংশগ্রহণকারীদের ভাষা প্রচারক সম্মাননা প্রদান দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাতে বিদ্যালয়ের জন্য মানপত্র প্রদান করে বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির সভাপতি, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয় এই কাজের জন্য আকাদেমির ও বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার তরফে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। একাডেমীর সভাপতি প্রাক্তন ছাত্রদের একটি শিল্প প্রদর্শনী এবং ভোরের আলো নামক একটি দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন করেন। তিনি বলেন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তাই এই শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

সাংসদের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ২৯ ডিসেম্বর জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ বারাশতের হরিনারায়ণপুর চৌরস্তার মোড়ের জনসংযোগ কেন্দ্রে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন প্রতিমা মণ্ডল সহ মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহকারী সভাপতি আনিসুল আলম সহ আরো অনেকে। শিবিরে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু রোগ, দন্ত,চক্ষু রোগ ও মেডিসিনের একাধিক চিকিৎসক শিবিরে আসা মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এদিনের শিবিরে প্রচুর জনসমাগম দেখা গেছে। এই বিষয়ে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ‘মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য জনপ্রতিনিধি হয়েছি। তাই মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদে এই শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।’ অন্যদিকে এদিন জয়নগরের পদ্মেরহাটে জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির হল। যাতে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শামিম আহমেদ ঢালী, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।

মুদ্রা উৎসব ২০২৪

উজ্জ্বল সরদার : কলকাতায় গত ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে রবিবার বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে হলদিরাম ব্যাঙ্কয়েট হলে অনুষ্ঠিত হল ২৬ তম মুদ্রা উৎসব। এবারের প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার সূচনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট মুদ্রাবিশারদ ডঃ দেবী রাজা রেড্ডি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ‘নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অফ কলকাতার’ সম্পাদক রবিশঙ্কর শর্মা তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের কার্যাবলীর বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। তিনদিনের অনুষ্ঠানে মুদ্রা সংক্রান্ত আলোচনা, নিলাম, প্রদর্শনী, ক্রয়-বিক্রয় এসবের চমৎকার আয়োজন করা ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়ে উঠেছিল এই তিনদিন। প্রদর্শনীতে সংগ্রাহক অনিন্দ্য করের ব্যাঙ্কনোটের সংগ্রহ থেকে পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বদের নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক নোট সংগ্রহের সমাহার ছিল বিশেষ নজরকাড়া। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে দেখা গিয়েছে ইটালি থেকে প্রকাশিত মার্কো পোলো, ক্রিস্তোফার কলম্বাস, গ্যালেলিও, লিও নার্দো দ্যা ভিঞ্চি কে নিয়ে ব্যাঙ্ক নোট। জার্মানির থেকে কার্ল মার্ক্স। ফ্রান্স থেকে গণিতবিদ পাস্কেল। রাশিয়া থেকে ভ্লাদিমির লেনিনি। পোল্যান্ড থেকে নিকোলাস কোপার্নিকাস। ইউ কে থেকে চার্লস ডারউইন, স্যার আইজ্যাক নিউটন, মাইকেল ফ্যারাডে, ফ্লোরেন্স নাইট্যেঙ্গেল। আর্জেন্টিনার চে গুয়েভারা। প্রমুখদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক নোট। আবার তিনি প্রদর্শন করেছেন বিভিন্ন নোবেলজয়ীদের ছবি দেওয়া ব্যাঙ্ক নোট। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল নোবেলজয়ী স্যার উইনস্টন চার্চিল, আরনেস্ট রদারফোর্ড, নেলসন ম্যাণ্ডেলা, স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কোয়েজ, ম্যেরি কুরী প্রমুখদের নিয়ে প্রকাশিত ব্যাঙ্কনোট। সংগ্রাহক সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে এক পাই সিক্কা, ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রা, পর্তুগীজ শাসনাধীন মুদ্রা, কলকাতার টাকশালে ছাপা বিভিন্ন সময়ের মুদ্রার প্রদর্শনী ও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে মুদ্রা ও টোকেনের মাধ্যমে কলকাতা টাকশালের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সংগ্রাহক দেব কুমার পালের সংগ্রহ থেকে বেমানান মূল্যমানের ব্যাঙ্কনোট প্রদর্শন করা হয়েছিল। যেখানে ইন্দোনেশিয়ার আড়াই রুপাইয়া, ফিজির ৭ ডলার, পোল্যান্ডের ১৯ জলোটিক, কাতারের ২২ রিয়্যাল, কিউবা ৩ পেসো, বাহামাস ৩ ডলার, নাম্বিয়ার ৩০ নাম্বিয়ান ডলার, বার্মার ৩৫ কায়াতস, মালয়েশিয়া ৬০ রিঙ্গিত, থাইল্যান্ডের ৭০ ভাট, নেপালের ২৫০ রুপিয়া, কাজাখস্থানের ৩ টেঙ্গা এসব দুষ্প্রাপ্য ব্যাঙ্কনোটের প্রদর্শনী দর্শকরা নজর দিয়ে দেখেছেন। প্রদর্শনীর পাশাপাশি মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশ থেকে মোট ৫১টি স্টল যোগদান করেছিল। তিনদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চরম পর্যায়ে। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট, চিঠিপত্র, সংগ্রহ বস্তু, স্মারক সংগ্রহ এসব নিয়ে জমাটিভাবে সম্পন্ন হল মুদ্রা উৎসব।

ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সুন্দরবনের কোয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : ফিঙ্গার প্রিন্টের সমান সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি এঁকে ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার কোয়েল পুরকাইত। কোয়েল পুরকাইতের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ এলাকায়। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ১.৭×১.৩ সেমি গণেশ বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কোয়েল। প্রায় ২ মাস আগে ফিঙ্গারপ্রিন্টের ওপর গণেশ বানিয়ে ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডের জন্য নিজের নাম পাঠিয়েছিল কোয়েল। এরপর দু মাস পর তাঁর হাতে এলো ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডের সার্টিফিকেট এবং মেডেল। মেয়েদের কৃতিত্বে আনন্দিত কোয়েলের মা ও বাবা। কোয়েল বর্তমানে ইনস্টিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডি কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্রী। কোয়েলের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের সুভাষ নগর দাসপাড়া এলাকায়। কোয়েল ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার ওপর বিশেষ পারদর্শী ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই ছবি আঁকতো কোয়েল। ২০২৩ সালেও ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলেছিল কোয়েল। এবার কোয়েলের ঝুলিতে এলো ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ড। কোয়েলের লক্ষ্য গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তোলা।

সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: জয়নগর সাহিত্য সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক জায়গা হিসাবে পরিচিত। ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জয়নগর ইনস্টিটিউশন স্কুলে তরুণ যাত্রী ও আদর্শ নবপল্লীর যৌথ উদ্যোগে বিখ্যাত সংগীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সূচনা হয়, চলে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার দেবদূত ঘোষ, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, নাট্যকার প্রদীপ চক্রবর্তী, জয়নগর ইনস্টিটিউশন প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত নন্দী, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার কাউন্সিলার আবুল কাহার মোল্লা সহ আরো অনেকে। প্রতিদিন সলিল চৌধুরীর লেখা, সুর দেওয়া বিভিন্ন গান সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে এখানে। বর্ষশেষের সপ্তাহ ব্যাপী এই অনুষ্ঠান দেখতে দর্শক সমাগম ভালোই লক্ষ্য করা গিয়েছে।

শিল্পী কার্তিক পালের চিত্র প্রদর্শনী

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল : ২ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত শিল্পী কার্তিক পালের একক চিত্র প্রদর্শনী হল একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারীতে। তিনি মুর্শিদাবাদের শিল্পী। তাঁর শিল্পী শিক্ষা ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ এবং রাজস্থানের বিকানীর আর্ট কলেজ। এটি তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী।
প্রদর্শনীতে তার জলরঙের ছবি দেখা গেল, বেশিরভাগ ছবিতেই বিমূর্ত দৃশ্যচিত্রের ভাব লক্ষ করা যায়। ছবিগুলিতে তার রঙের প্রয়োগের দক্ষতা প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়া রঙের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র দেখা যায়। ছোট বড় মিলিয়ে অনেক কাজ প্রদর্শনীতে ছিল। বর্তমানে জলরঙ নিয়ে যেসব শিল্পী কাজ করেছেন তাদের মধ্যে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য এবং গুণগত মানের দিক থেকেও প্রশংসনীয়। জলরঙকে তিনি যেভাবে প্রয়োগ করেছেন আশাকরি ভবিষতে আরও উৎকৃষ্ট মানের ছবি তিনি সৃষ্টি করবেন। জলরঙ নিয়ে তিনি যে দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার ছবিতে সেটা লক্ষ্য করা যায়।

আঁতস কাঁচে

প্রয়াত অলোক

বছর শুরুতেই খারাপ খবর লাল হলুদে। প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার অলোক সাহা। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল অর্থাৎ টানা ছয় বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ডিফেন্সে অন্যতম ভরসা ছিলেন অলোক সাহা। লাল হলুদ জার্সি গায়ে খেলার পাশাপাশি বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছু বছর ধরে নার্ভের সমস্যায় ভুগছিলেন। গত তিন বছর ধরে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এতটাই অসুস্থ ছিলেন বিছানা থেকে উঠতেও পারতেন না। নববর্ষে ভোর রাত্রে ৬৪ বছর বয়সে অলোক সাহা সবাইকে ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেন। রেখে গেলেন স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রকে।

খারাপ বছর

ভাবা যায়, প্রথম ৫০ জনের মধ্যেই নেই বিরাট কোহলি। ২০২৪ শেষ। সবমিলিয়ে কেরিয়ারের অন্যতম খারাপ বছরই কাটিয়ে ফেললেন বিরাট। সব ফরম্যাট মিলিয়ে ২০২৪ সালে ২৩ ম্যাচ খেলে মাত্র ৬৫৫ রান করেন কোহলি। গড় ২১.৮৩। এরমধ্যে ১ সেঞ্চুরি ও ২ হাফসেঞ্চুরি। তাতে ২০২৪ সালের প্রথম ৫০ সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় নেই বিরাট। ৩ ওডিআইতে করেছেন ৫৮ রান। ১০ টি২০তে করেছেন ১৮০ রান। আর ১০ টেস্ট খেলে করেছেন ৪১৭ রান।

সেরা বছর

২০২৪ স্মরণীয় হয়ে থাকল জসপ্রীত বুমরাহর কাছে। ১৩টি টেস্টে ৭১টি উইকেট তাঁর ঝুলিতে। আর মোট ২১ ম্যাচে ৮৬ উইকেট তাঁর দখলে। চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ৪টি টেস্টে ৩০ উইকেট নিয়েছেন ভারতের তারকা পেসার।

ফিরলেন কাম্বলি

সবাইকে স্বস্তি দিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলি। হঠাৎই শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কাম্বলিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ২১ ডিসেম্বর। সেই কাম্বলিকে এদিন ছেড়ে দিল হাসপাতাল। তাঁর পরনে ছিল ভারতের ওয়ানডে দলের নতুন জার্সি।

নতুন রেকর্ড

ভাঙল যশস্বী জয়েসওয়ালের বিশ্বরেকর্ড। লিস্ট এ ক্রিকেটে কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসেবে ১৫০ রান করার নজির গড়লেন মুম্বইয়ের আয়ুশ মাত্রে। নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে এই নজির গড়েন তিনি। ১৭ বছর ১৬৪ দিনে কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসেবে দেড়শো রানের নতুন রেকর্ড করলেন আয়ুশ। ছাপিয়ে গেলেন যশস্বী জয়েসওয়ালকে। ২০১৯ সালে ১৭ বছর ২৯১ দিন বয়সে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে এই নজির গড়েছিলেন যশস্বী।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া

সিডনিতেই নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনে মেতে টিম ইন্ডিয়ার ইয়ং ব্রিগেড। তাতে বছরের প্রথম দিনই মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের। কারণ, ভারত সিরিজে পিছিয়ে, এরওপর আবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ছাড়পত্রও পায়নি। 3 জানুয়ারি সিডনি টেস্ট শুরুর আগেই অপেরা হাউজে আতশবাজি ও বর্ষবরণের উৎসবে দেখা যায় পন্থ থেকে শুভমনদের। এরপর সিডনির উপসাগরে ইয়টে চড়ে ২০২৫ সালকে স্বাগত জানান সরফরাজ খান, ঋষভ পন্থ, মহম্মদ সিরাজ, শুভমন গিল, হর্ষিত রানারা। হেরে গিয়েও সেলিব্রশন অনেকেই ভাল চোখে দেখেননি।

জেলায় জেলায় টক্কর

ক্যানিংয়ে এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং এক নম্বর ব্লকের মাতলা ১,২ ও দিঘীরপাড়গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত মিঠাখালী প্রতিলিপি সংঘের উদ্যোগে ৮ দলের এক নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছিল গত ২১ ডিসেম্বর ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে যা শেষ হল ২৯ ডিসেম্বর। ৯তম বর্ষের ফুটবল খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন ভারতীয় ফুটবলের নক্ষত্র অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভূটিয়া। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে 'এসটি একাদশ লেকটাউন'কে হারিয়ে টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ান হয় 'এ আর নালন্দা এফসি'। এদিন নির্ধারিত ৭০ মিনিটের খেলা অমীমাংশিতভাবে শেষ হওয়ায় টাইব্রেকারের মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপী হালদার, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা, বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বসু, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ রায়, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান স্বপ্না দাস, সঞ্জয় বিশ্বাস, শিলাদিত্য রায়, বিশ্ব দাস, তন্ময় দেবনাথ, হরেন ঘোড়ুই, প্রদীপ দাস, তপন মাঝি, ক্যানিংয়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রামকুমার মণ্ডল, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন জয়ী দলের বিকাশ সাইনি, টুর্নামেন্টের সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছে 'খাঁজাবাবা ঘুটিয়ারী' দলের টেলর। একটি বাইক, নগদ ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চ্যাম্পিয়ান দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রানার্স দলকে একটি সুদৃশ্য ট্রফি, একটি বাইক ও নগদ ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় প্রত্যন্ত সুন্দরবনে ফুটবল খেলাকে প্রসার ও জনপ্রিয় করে তুলেতে আমাদের এই আয়োজন।'

পাটুলীতে ৩০ তম বর্ষ ফুটবল খেলায় জনজোয়ার

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী বর্ধিষ্ণু প্রাচীন জনপদ পাটুলীতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এক দিবসীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে আয়োজিত পাটুলী স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ৩০ তম বর্ষের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট আটটি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। টিমগুলি হল আলিপুরদুয়ার একাদশ, পাটুলী সেভেন স্টার, পীলা বন্ধু সমিতি, ডায়মন্ড ক্লাব, চরকুরমীপাড়া বাপী একাদশ নদিয়া, হিউম্যান সেভেন স্টার সাহেবনগর কাটোয়া, সৌমেন একাদশ ন"পাড়া, নীলমণি কোচিং আকাদেমি পূর্বস্থলী। এদিন বিকেলে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ চূড়ান্ত পর্বের খেলায় পীলা বন্ধু সমিতিকে ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে পাটুলী সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন হয়। এবারে খেলাটি বিমলাপ্রসন্ন দাস স্মৃতি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা রূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পাটুলী এলাকার ঐতিহ্যমণ্ডিত এবারের ফুটবল

খেলায় বিজয়ী এবং বিজিতদলকে যথাক্রমে ৫০ হাজার টাকা এবং ৪০ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার সহ ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। টুর্নামেন্টে মাঠ ভর্তি দর্শকের পাশাপাশি সপরিবারে উপস্থিত হয়েছিলেন সুদূর বোস্টন নিবাসী অধ্যাপক ডঃ সুব্রত কুমার দাস। তিনি এবারে পিতৃভূমি পাটুলীতে আসেন বড়োদিনের ছুটি কাটাতে। খেলার উদ্বোধন পর্বে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মনমোহন সাহা প্রমুখ বিশিষ্টজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি টিমের পক্ষে এই টুর্নামেন্টে খেলতে নেমে পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতরভাবে চোট পেয়েছেন বোস্টন নিবাসী ওই অধ্যাপকের এক সন্তান। তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি কলকাতার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই আকস্মিক ঘটনায় টুর্নামেন্টের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারা আহত প্রবাসী খেলোয়াড়ের আরোগ্য কামনা করেছেন।

নেহেরু যুব কেন্দ্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলা নেহেরু যুব কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় রাজনগর গ্রাম সহায় কেন্দ্রের পরিচালনায় ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ২ দিন ব্যাপী এলাকার যুবক যুবতীদের নিয়ে ভলিবল , ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, দীর্ঘ লম্ফন, স্লো সাইকেল ও ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গুলালগাছি ফুটবল মাঠে। ফুটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম স্থানাধিকারী এবং অন্যান্য খেলায় প্রতি বিভাগের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের শংসাপত্র সহ পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য বিজয়ী দুটি দল এবং ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কৃত প্রাপকরা পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। খেলার মাঠে যুবক যুবতীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দুইদিনের খেলায় প্রায় দেড় শতাধিক যুবক যুবতীরা অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য জগজীবন মণ্ডল, স্বনির্ভর গোষ্ঠী নেত্রী সুমনা মণ্ডল, সমাজসেবী রঞ্জিত মণ্ডল,পাঁচড়া গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি রোহিত শাহ, গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য গোরাচাঁদ মণ্ডল, ক্লাব সভাপতি বিকাশ মিস্ত্রী, সমাজসেবী শ্যামল দাস, রূপনারায়ণ পান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের বক্তব্য বর্তমান প্রজন্ম খেলার মাঠ ছেড়ে এখন মোবাইলে আসক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। খেলাধুলার মাধ্যমে তাদেরকে মাঠ মুখী করার একটা প্রয়াস। অংশগ্রহণকারী সানিয়া বাউরি ও খেলার মাধ্যমে যে আনন্দ তা স্বীকার করে এবং অন্যদের কাছে ও মাঠে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

জাতীয় স্কুল ক্যারাটেতে ব্রোঞ্জ পেল প্রিয়াংশু

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : ইংরাজী নববর্ষে আবারও একটি জয়ের পালক যোগ হল সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের ক্যারাটে ম্যান প্রিয়াংশু দাসের মুকুটে। অনূর্ধ-১৯ জাতীয় স্কুল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করে। গত ২০-২৪ ডিসেম্বর ৬৮ তম জাতীয় স্কুল গেমস(ক্যারাটে) প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্কুল থেকে অনুর্দ্ধ-১৯ প্রতিযোগিতায় ১২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। ক্যানিংয়ের ডেভিড সেশুন হাইস্কুল(উঃমাঃ) ছাত্র প্রিয়াংশু দাস অংশগ্রহণ করে। সফল হয়ে ক্যারাটে ফাইট প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের 'কিং ক্যারাটে ম্যান' প্রিয়াংশুর এমন সাফল্যে খুশি ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা জাপান ক্যারাটে ইন্ডিয়া'র সভাপতি পরশকুমার মিশ্র। তিনি জানান, 'প্রিয়াংশু যেভাবে পরিশ্রম করে! তারজন্য এমনই রেকর্ড প্রাপ্য। সেই রেকর্ড করতে পেরেছে জেনে খুব ভালো লাগছে। তবে গোল্ড পেলে আরো বেশি খুশি হতাম। প্রিয়াশু আমাদের বাংলার গর্ব এবং বাংলার 'আইকন'। আগামী দিনে আরো রেকর্ড গড়বে।' প্রিয়াংশুর এমন সাফল্যে প্রশংসা করেছেন আন্তর্জাতিক ক্যারাটে রেফারি তথা বিচারক প্রেমজিৎ সেন, সেবাশিষ দাস সহ প্রিয়াংশুর স্কুলের প্রধান শিক্ষককৃষ্ণ কুমার ভকত এবং ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানান, প্রিয়াংশু শুধু ক্যানিং কিংবা সুন্দরবন গর্ব নয়। সমগ্র রাজ্য তথা দেশের গর্ব। ওর ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করি।'

মন্ত্রীর উদ্যোগে গঙ্গাসাগরে প্রথম ফুটবল কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি থেকে ৩ দিনব্যাপী, ১৬টি টিম নিয়ে গঙ্গাসাগরের হরিণবাড়ি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সাগর ফুটবল কার্নিভাল এমএলএ কাপ ২০২৫। এদিন প্রথম খেলবেন গঙ্গাসাগর রামকৃষ্ণ মেমোরিয়াল ক্লাব ও সাগর ইয়ুথ কালচার অ্যাসোসিয়েশন। এই খেলার প্রথম পুরস্কার থাকছে আড়াই লক্ষ টাকার সহ সুদৃশ্য ট্রফি, দ্বিতীয় পুরস্কার ২ লক্ষ টাকা ও টফি, সেমিফাইনালে রানার্স হলে ৫০,০০০ টাকা সহ টফি। এই খেলার সূচনা করবেন লোকসভার সাংসদ তথা ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন

অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জি। এছাড়াও থাকবেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, প্রাক্তন আর রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, অভিনেত্রী তথা সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা লাভলী মৈত্র, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর জানা, মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, মোগরাহাট পূর্বের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, ক্যানিং ২ বিধায়ক পরেশরাম দাস, বারুইপুর পূর্ব বিধায়ক বিভাস সরদার, কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি, সহ-সভাপতি ও গঙ্গাসাগর বকখালির ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মালি, ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ পাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবিসহ একাধিক নেতৃত্বরা। এদিন ১৬টি দলকে মন্ত্রীর বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার উদ্যোগে নববর্ষের মিষ্টিমুখ করানো হয় এছাড়াও একটি করে পেন ও ডাইরি তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে, কার্নিভালের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এই খেলা।

স্থগিত নতুন বছরের প্রথম ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশঙ্কাই সত্যি হল। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে স্থগিত আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের বড় ম্যাচ। সরকারিভাবে এ কথা জানিয়ে দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অর্থাৎ যুবভারতীতে নতুন বছরের প্রথম ডার্বি থেকে আপাতত বঞ্চিত ফুটবলপ্রেমীরা। কী কারণে তৈরি হয় জটিলতা? আসলে জানুয়ারি মাসের ৮ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে গঙ্গাসাগর মেলা। যে কারণে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যে কারণে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, পূণ্যার্থীদের সুরক্ষার জন্য ১৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে গঙ্গাসাগরে। বাবুঘাট যেহেতু ট্রানজিট পয়েন্ট, তাই সেখানেও কড়া নজরদারি চলবে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে পুলিশ এনে নিরাপত্তা আরও মজবুত করা হবে। এই পরিস্থিতিতে ১১ জানুয়ারি ডার্বির জন্য পুলিশ মোতায়েন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ছিল। যা নিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফ থেকে আগেই মোহনবাগানকে চিঠিও দেওয়া হয়। জানানো হয়, ১১ জানুয়ারি যুবভারতীতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত চিঠিপ্রাপ্তির কথা জানিয়ে বলেছিলেন, এই নিয়ে তারা এফএসডিএলের সঙ্গে কথা বলবেন। ফুটবলমহলের খবর, সেক্ষেত্রে বিকল্প উপায় হতে পারে দুটি। ডার্বি কলকাতার বাইরে অন্য কোথাও হোক, কিংবা ডার্বির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তেমনটা আপাতত হচ্ছে না। ডার্বির পিছনোর আশঙ্কাতেই এদিন সিলমোহর দিলেন অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানিয়ে দেন, আপাতত ডার্বি স্থগিত। গঙ্গাসাগরের নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই দিন যুবভারতীতে পর্যাপ্ত পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয়।

ট্রফি জয়ের সওদাগর সঞ্জয় সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ফুটবলের স্বপ্নের সওদাগর তিনি। মহমেডানকে কয়েক দশক পরে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন করা হোক বা মোহনবাগানকে প্রথমবার আই লিগ জেতানো সবকিছুতেই কোচ সঞ্জয় সেনই যেন নায়ক। আর এবারে বাংলাকে ৮ বছর পর সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করালেন চেতলার সঞ্জয়। প্রো লাইসেন্স কোচিং করিয়েও কোনো আইএসএল দলের হেড কোচ হতে না পেরে কোচিং থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচিংয়ের দায়িত্ব পেয়ে বাংলার প্রতি ভালোবাসায় কোচিং করাতে এলেন তিনি। সন্তোষ ট্রফি জিতে সঞ্জয় সেন বলেন, এই জয় আমাদের ছেলেদের জয়। ছেলেরা অনেককিছু ত্যাগ করেছে। দীর্ঘদিন পরিবার ছেড়ে কাটায়। প্রায় দশমীর পরের দিন থেকে অনুশীলন শুরু করি। ধন্যবাদ রবি হাঁসদাকে ওর গোলেই চ্যাম্পিয়ন হলাম।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা কিন্তু গত সার্ভিসেস আর ওড়িশা ম্যাচেও শেষ মুহূর্তে ৯০ মিনিটে গোল করে জিতি। ধন্যবাদ জানাবো আইএফএ সচিব, সভাপতি আর অন্য অফিসিয়াল যারা আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন।' সঞ্জয় সেন বলেন, 'কোচেস কমিটির দীপেন্দু বিশ্বাস প্রথমে ফোন করে প্রস্তাব দেন। আমি বলি, কেন করব না। সবসময় বাংলার জন্য আছি। বাংলা দীর্ঘদিন সন্তোষ ট্রফি পায়নি। ৮ বছর বাংলার জন্য লম্বা একটা দিন। বাংলা ফুটবলের ভালোর জন্য এই জয় দরকার ছিল। বাংলার জয়ের পর মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত জানান, বাংলা ফুটবলের এই জয় সম্ভব হয়েছে কোচ সঞ্জয় সেনের জন্যই। ওঁর কোচিংয়ে আমরা আই লিগ জিতেছি। ওকে অনেক অনেক অভিনন্দন বাংলাকে সাফল্য দেওয়ার জন্য। ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন,বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আইএফএর সব কর্তাদের অভিনন্দন। আর সঞ্জয় সেন যেদিন থেকে কোচ হয়েছে জানতাম জিতবে বাংলা। কারণ বাংলা অনেকদিন ধরে জেতার চেষ্টা করছিল।

বড়ে মিঞার রেকর্ড ভেঙে চাকরির আশায় রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ আট বছর পর সন্তোষ ট্রফি জয় করল বাংলা ফুটবল দল । আর এর সঙ্গেই রেকর্ড ৩৩তম খেতাবের অধিকারী হল এই দল। বর্ষবরণের রাতে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে কেরালাকে ১-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাংলার ফুটবল দলের কোচ ও ফুটবলাররা শুভেচ্ছাবার্তায় ভেসে গেছেন। বাংলার এই ঐতিহাসিক সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সোশাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি এই জয়কে 'অবিশ্বাস্য' আখ্যা দিয়েছেন এবং দলের ফুটবলার ও কোচকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বছর দুয়েক আগের এই সন্তোষ ট্রফিতেই শেষ হয়ে যেতে বসেছিল তাঁর ফুটবল কেরিয়ার। দলের স্বার্থে চোট নিয়েই নেমে পড়েছিলেন ম্যাচে। আর সেই চোটের জন্য প্রায় ১ বছর মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। অবশেষে সেই সন্তোষ ট্রফির মঞ্চেই ফের যেন প্রতিষ্ঠা পেলেন তিনি। রবি হাঁসদা। বাংলাকে ৩৩তম বারের জন্য ভারতসেরা করার প্রধান কারিগর। তাঁর একমাত্র গোলেই তো কেরালাকে সন্তোষ ফাইনালে ১-০ ব্যবধানে হারাল বাংলা। ১২ গোল করে যিনি সোনালি বুট জিতলেন এবারের প্রতিযোগিতায়। ট্রফি জয়ের পর রবি বলছিলেন, 'এই অনুভূতির কথা বলে বোঝাতে পারব না।' বাংলার হয়ে সন্তোষের

এক সংস্করণে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড এতদিন ছিল মহম্মদ হাবিবের। 'বড়ে মিঞাঁ'র শহরেই তাঁর ১১ গোলের রেকর্ড ভাঙলেন রবি। যে রেকর্ড বঙ্গ ফরোয়ার্ড বলছিলেন, 'এতগুলো গোল করব, সেটা আশা করিনি। শুনলাম আমি নাকি মহম্মদ হাবিবের মতো কিংবদন্তির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছি। তবে আমার লক্ষ্যই ছিল সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া। সেটা হতে পেরে ভালো লাগছে।' দুর্গাপুরের মোহনবাগান অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা রবির এখন লক্ষ্য দু'টো। প্রথমত, একটা চাকরি। বলছিলেন, 'একটা চাকরি পেলে খুশি হব। মুখ্যমন্ত্রী বা ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে বলব চাকরির কথা।' দ্বিতীয়ত, আরও সাফল্য পাওয়া। 'লক্ষ্য আরও বড় জায়গায় যাওয়া। আইএসএলে খেলতে চাই। আশা করছি সুযোগ পাব,' বলছিলেন রবি।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - ২০২৫

-ঃ পরিচালনায় ঃ-

মাঙ্গলিকী

(নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

সামালি, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

তারিখ ঃ ১৯শে থেকে ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৫

১৯শে জানুয়ারী ২০২৫, রবিবার

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (৯ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ২.৩০ মিনিট
যে কোন কবির ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (৯ বছর উর্দ্ধে ১৪ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ৩.৩০ মিনিট
সুবোধ সরকার / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / ভবানী প্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা।
দুপুর ২টায় ঃ 'গ' বিভাগ (১৪ বছরের উর্দ্ধে সর্ব সাধারণ)
সময় সীমা অনধিক ৪ মিনিট
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / শুভ দাশগুপ্ত-র যে কোন কবিতা।

২০শে জানুয়ারী ২০২৫, সোমবার

একক রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বৎসর পর্যন্ত)
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বৎসর উর্দ্ধে)
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক বাংলা গান প্রতিযোগিতা** (১০ বৎসর উর্দ্ধে)
দুপুর ৩টায় ঃ **দলগত সংগীত প্রতিযোগিতা** (সর্বসাধারণ)

২১শে জানুয়ারী ২০২৫, মঙ্গলবার

একক সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতা

দুপুর ২টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বছর পর্যন্ত)
দুপুর ৩-৩০টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বছর উর্দ্ধে)

২২শে জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার

বাংলা কবিতা উৎসব

এই সময়ের খ্যাতিমান আমন্ত্রিত বাংলা কবি ও বাচিক শিল্পীর সমন্বয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশ অবাধ।

২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (কেবলমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে)
'ক' বিভাগ - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'খ' বিভাগ** - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'গ' বিভাগ** - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), **'ঘ' বিভাগ**- ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৮ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148/ 8013523095
স্বপনকুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ-২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরশুনা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
সুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
নরেন্দ্রনাথ কুলে, বেহালা ঃ 9330842624
ডোনা জানা, বজবজ ঃ 7687073421

-ঃ নিয়মাবলী ঃ-

১। প্রতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই।
২। তবলা ও তবলাবাদক সংস্থার পক্ষে থাকবে। প্রয়োজনে নিজস্ব তবলাবাদক সঙ্গে আনা যাবে। হারমোনিয়াম থাকবে। অন্য কোন যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না।
৩। বয়সের প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৪। আন্তরিক আবেদন ঃ প্রতি প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী / স্থানাধিকারিণীকে ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চে তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। সময়ঃ সকাল ১১টা।
৫। সর্বক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৬। নৃত্যের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগি বা প্রতিযোগিনীর নির্বাচিত গানের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পেনড্রাইভ অথবা মোবাইল সঙ্গে আনতে হবে।
৭। ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা থাকবে।
৮। ১৫ই জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার-এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।
৯। দলগত সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে রুচি সম্মত (হিন্দি ব্যতীত) যে কোনও সংগীত পরিবেশন করা যাবে। যন্ত্রবাদক ব্যতীত কমপক্ষে ৪ জনের দল হতে হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com